দশমঃ স্কন্ধঃ

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম্ম দাবাগ্নের্ম্মোক্ষমাত্মনঃ।
গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যুঃ প্রলম্ববধমেব চ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুকঃ উবাচ—গোপাঃ তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) আত্মনঃ দাবাগ্নেঃ মোক্ষং প্রলম্ব বধং এব চ অদ্ভুতং কর্ম্ম স্ত্রীভ্যঃ (গোপীভ্যঃ) সমাচখ্যুঃ।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—'হে রাজন্! ঘরে ফিরে শ্রীদামাদি গোপবালকগণ নিজ নিজ মায়ের কছে রামকৃষ্ণের অদ্ভুতকর্ম—শ্রীকৃষ্ণের দাবাগ্নি-মোক্ষণ ও বলরামের প্রলম্ববধ লীলা সবিস্তার বললেন।

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োর্দ্দাবাগ্নিমোক্ষণরূপং প্রলম্ববধরূপঞ্চ যথাস্বং তৎকর্ম্ম। সাময়িকব্যুৎক্রমনির্দ্দেশঃ প্রাধান্যাপেক্ষয়া। স্ত্রীভ্যঃ স্বমাত্রাদিভ্যঃ, অসঙ্কোচাৎ তা এব শ্রাবয়িতুমিত্যর্থঃ; সম্যক্ তত্তৎ বিশেষত আচখ্যুঃ॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** [তয়োঃ—শ্রীরামকৃষ্ণ দু ভাই-এর,তাদের দুটি লীলা আগে পৃথক্ ভাবে বলা হয়েছে, সেখানে তারা করেছেনও পৃথকভাবে। তবে এখানে দুজনের নাম একত্র করে বলার উদ্দেশ্য দুটি লীলাতেই তাঁদের দুজনের পরস্পর যে সহায়তা আছে,তাই প্রকাশ করা—শ্রীসনাতন]

তয়োঃ—শ্রীরামকৃষ্ণের, **অদ্ভুত কর্ম**—দাবাগ্নি মোক্ষণরূপ ও প্রলম্ব বধরূপ কর্ম। শ্রীরামের দ্বারা আগে প্রলম্ব বধ হয়েছে, তৎপর কৃষ্ণের দ্বারা দাবাগ্নি মোক্ষণ—তবে এখানে এই শ্লোকে যে ক্রমভঙ্গ করে বলা হল, তা লীলার প্রাধান্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই। **স্ত্রীভ্যঃ**—নিজ মা-আদির নিকট বললেন—তাদের নিকট কোনও সঙ্কোচ নেই বলে তাদিকে শুনাবার জন্য বললেন॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** উপমানেন বস্তু নামুপাদেয়ত্বহেয়তে। বিংশে প্রাবৃট্ শরচ্ছোভাবর্ণনেঽ-দ্যোতয়ন্মুনিঃ॥ বি০ ১॥

২। গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ।
মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ॥
৩। ততঃ প্রাবর্ত্তত প্রাবৃট্ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা।
বিদ্যোতমানপরিধির্বিস্ফূর্জ্জিতনভস্তলা॥

২। **অন্বয়ঃ** বৃদ্ধগোপাঃ চ গোপ্যঃ চ তৎ উপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] ব্রজং গতৌ কৃষ্ণরামৌ দেব প্রবরৌ মেনিরে (নির্দ্ধাররামাসুঃ)।

৩। **অন্বয়ঃ** ততঃ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং উৎপত্তিতো জীবনতশ্চ যস্যাং সা) বিদ্যোতমান পরিধিঃ (বিদ্যোতমানাঃ দিশঃ যস্যাং সা) বিস্ফূর্জিতনভস্তলা (সংক্ষোভিতং নভস্তলং যস্যাং সা) প্রাবৃট্ (বর্ষা) প্রাবর্তত (সমাগতা)।

২। **মূলানুবাদঃ** বৃদ্ধগোপ-গোপীগণ সেই কথা শুনে বিস্মিত হলেন। কৃষ্ণরামকে তারা ব্রজে আবির্ভূত শ্রেষ্ঠ দেবযুগল মনে করলেন।

৩। **মূলানুবাদঃ** গ্রীষ্ম চলে গেল। বর্ষা এল। নব নব বৃক্ষ লতাদি গঁজিয়ে উঠল, শুকিয়ে যাওয়া বৃক্ষ লতাদিতে নব প্রাণের সঞ্চার হল। চন্দ্রসূর্য-মণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আকাশতল গর্জিয়ে গর্জিয়ে উঠতে লাগল।

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এই বিংশ অধ্যায়ে বর্ষা-শরৎ শোভা বর্ণনে শ্রীশুকমুনি উপমানের দ্বারা ['চন্দ্রমুখ' শব্দে চন্দ্র উপমান] ঐ ঐ ঋতুর আকাশ-নদী-বনাদির উপাদেয়তা হেয়তা প্রকাশ করলেন॥ বি০ ১॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তত এব সর্ব্বেষামপি শ্রুতবতাং ভাবমাহ—গোপেতি। সৎস্বপি যুবসু গোপবৃদ্ধা ইতি তেষামপি চমৎকারাতিশয়েন রসাধিক্যাপেক্ষয়া, অতো গোপ্যোঽপি তাদৃশ্যো জ্ঞেয়াঃ। দেবেষু প্রবরৌ কাবপি বন্ধুজনোচিতপ্রেমাক্রান্তচিত্ততয়া নিশ্চয়াভাবাৎ॥ জী০ ২॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** অতঃপর যাঁরা শুনলেন তাঁদের মনের ভাব বলা হচ্ছে—গোপবৃদ্ধগণও বিস্মিত হলেন। ব্রজে যুবক গোপগণ থাকলেও শুধু বৃদ্ধগোপেদের কথাই বলার কারণ হল, তাদের চিত্তের চমৎকার-অতিশয়ই রসাধিক্য প্রাপ্ত হয়। এইবিচারে বুঝা যায় গোপীদের চিত্তেরও তাদৃশ রসাধিক্য প্রাপ্তি হয়। **দেববরৌ**—রামকৃষ্ণকে দেবতাদের মধ্যে কোনও দুজন বলে **মেনিরে**—মনে করলেন। ব্রজজনের চিত্ত বন্ধু জনোচিত প্রেমাবিষ্ট থাকা হেতু এরা যে ভগবান্ তা নিশ্চয় করতে না পারাতেই 'কোনও দুজন দেবতা' এরূপ অনিশ্চিত ভাবে বলা হল॥ জী০॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** দেবপ্রবরাবিতি প্রেমপ্রাবল্যেন স্বসম্বন্ধস্য দার্ঢ্যাৎ পূর্ব্ববন্মাধুর্য্যস্যৈব পোষণং নত্বেষামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। তৎকার্য্যস্য সম্বন্ধশৈথিল্যস্য তৎসংযোগে কুত্রাপ্যশ্রবণাৎ॥ বি০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দেবপ্রবরৌ**—ব্রজবাসিরা রামকৃষ্ণকে দেবতাশ্রেষ্ঠ মনে করলেন

৪। সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ।
অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ॥

৪। **অন্বয়ঃ** ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ (গর্জ্জনেন সহিতৈঃ বিদ্যুতং তৈঃ) সান্দ্রনীলাম্বুদৈঃ (নিবিড়কৃষ্ণমেঘৈঃ) আচ্ছন্নং অস্পষ্ট জ্যোতিঃ সগুণ ব্রহ্মেব বভৌ।

৪। **মূলানুবাদঃ** বর্ষাকালে বিদ্যুৎ-গর্জন সমন্বিত নীলঘনঘটার আচ্ছাদনে চন্দ্র সূর্যাদি অস্পষ্ট হল। আকাশ হল সত্ত্বাদিগুণে আচ্ছন্ন জীব-চৈতন্যের মতো।

ঐ অদ্ভুত বীরত্ব শুনে—প্রেমপ্রাবল্যে নিজ সম্বন্ধের দৃঢ়তা হেতু ঐশ্বর্য জ্ঞান এল না, ভগবান্ মনে করলেন না—ইহা পূর্ববৎ মাধুর্যেরই পোষণ, এরূপ বুঝতে হবে। কারণ ঐশ্বর্যজ্ঞানের কার্যই হল, নিজ পিতামাতাদি সম্বন্ধের শৈথিল্য—ঐশ্বর্যজ্ঞান সংযোগে ব্রজজনদের ইহা হয়েছে, এরূপ কুত্রাপি শোনা যায় নি॥বি০২॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ক্রমপ্রাপ্তাং শ্রীভগবতঃ প্রাবৃটশরৎক্রীড়াং বর্ণয়িতুং শ্রীবৃন্দাবনসম্বন্ধেনাত্যন্তমুল্লসন্তীং তদুদ্দীপনরূপাং গ্রীষ্মবত্তদৃতুশ্রিয়মেবাদৌ বর্ণয়তি। বর্ণনালঙ্কারায়ানুষঙ্গিকত্বেন সতাং হেয়োপাদেয়তাঞ্চ দর্শয়তি—তত ইত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। তত্র তয়োরারম্ভাদিক্রমেণৈব বর্ণনং জ্ঞেয়ম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র দিশ ইতি পক্ষে বর্ষারম্ভে ঈষদ্বৃষ্ট্যা মরীচিকাহিমধূল্যাদ্যাচ্ছাদনেন দূরতো দৃষ্টিপ্রসরণাৎ, বিস্ফূর্জিতং গর্জিতম্॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** শ্রীভগবানের ক্রমপ্রাপ্ত বর্ষা-শরৎ ক্রীড়া বর্ণন করার পরিপ্রেক্ষিতেই এই বর্ষা-শরৎ ঋতুর শোভা, যা শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে অত্যন্ত উল্লসিত ও কৃষ্ণের উদ্দীপনরূপা, তা আগে বর্ণন করে নেওয়া হচ্ছে। বর্ণন-অলঙ্কারের ভিতর দিয়ে আনুষঙ্গিক ভাবে বর্ষাঋতুর নানা অবস্থার হেয়-উপাদেয়তা দেখান হয়েছে—'তত' ইত্যাদি শ্লোকে যাবৎ সমাপ্তি। এখানে এই দুই ঋতুর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমানুসারে বর্ণন, এরূপ বুঝতে হবে। **বিদ্যোতমানপরিধি**—বিদ্যুৎমালায় সুশোভিত দিঙ্মণ্ডল। [শ্রীসনাতন—'বি' বিশেষভাবে প্রকাশমান্ দিক্‌মণ্ডল যে ঋতুতে—বর্ষারম্ভে উঠ্‌তি মেঘের দ্বারা সূর্যের আচ্ছাদন হেতু দূরের থেকে চেয়ে দেখা হেতু] **দিশ ইতি**—বর্ষারম্ভে ঈষৎ বৃষ্টিতে মরীচিকা-শিশির-ধূলি প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদন হেতু দূর থেকে চেয়ে দেখলে অপূর্ব এক শোভার বিকাশ চোখে পড়ে দিঙ্‌মণ্ডলে। **বিস্ফূর্জিতং**—গর্জিত আকাশতল যে ঋতুতে॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ততো গ্রীষ্মানন্তরং সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং সমুদ্ভব উৎপত্তিতো জীবনতশ্চ যস্যাং সা। প্রাবৃট্, বর্ষা। পরিধিশ্চন্দ্রার্কয়োর্মণ্ডলম্। বিস্ফূর্জ্জিতং গর্জ্জিতং তদ্‌যুক্তং নভস্তলং যস্যাং সা॥ বি০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অতঃপর গ্রীষ্ম চলে গেলে, **সর্বসত্ত্বসমুদ্ভবা**—বর্ষায় নূতন নূতন বৃক্ষাদি ও প্রাণী জন্মাল এবং যে সব শুকিয়ে গিয়েছিল তাঁরা নূতন প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠল। **প্রাবৃট্**—বর্ষা।

৫। অষ্টৌ মাসান্ নিপীতং যদ্ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু।
স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জন্যঃ কাল আগতে॥

৫। অন্বয়ঃ পর্য্যগ্যঃ (সূর্য্যঃ) স্বগোভিঃ (স্বরশ্মিভিঃ) অষ্টৌ মাসান্ ভূম্যাঃ উদময়ং (জলরূপং) যৎ বসু (ধনং) নিপীতং কালে আগতে মোক্তুং (দাতুং) আরেভে।

৫। মূলানুবাদঃ সূর্যদেব নিজ কিরণজালে আট মাস ধরে পৃথিবী থেকে যে জলরূপ ধন গ্রহণ করেছিল, বর্ষাগমে তাই আবার বর্ষণ করতে লাগল।

পরিধিঃ—চন্দ্র সূর্যের মণ্ডল **বিদ্যুৎমান**—বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। **বিস্ফূর্জিতং**—গর্জিত হল আকাশতল॥ বি০ ৩॥

৪। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকাঃ অস্পষ্টং জ্যোতিঃ চন্দ্রসূর্য্যাদিকং যত্র তাদৃশ সৎ ব্যোম বভৌ, তদ্দ্বারা স্বপ্রকাশান্তরং ব্যঞ্জয়ামাস। অস্পষ্টজ্যোতিষ্ট্বে হেতুঃ—সান্দ্রনীলাম্বুদৈরাচ্ছন্নমিতি। কীদৃশৈস্তৈঃ? বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনয়িত্নুভিশ্চ সহিতৈঃ, স্তনয়িত্নবোঽত্র কথঞ্চিচ্ছব্দপরত্বাদ্গর্জিতমেবোচ্যতে। কিমিব বভৌ? তত্রাহ—ব্রহ্মেব। জীবাখ্যব্রহ্মাংশ ইব; তচ্চ কীদৃশম্? সগুণং সত্ত্বরজস্তমোভিস্তৎকার্য্যৈশ্চাবৃত-স্বরূপজ্যোতিরিত্যর্থঃ। সত্ত্বাদিস্থানীয়াংশাস্ত্বত্র যথাযথং বিবেচনীয়াঃ॥ জী০ ৪॥

৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অস্পষ্ট জ্যোতিঃ—'জ্যোতি' চন্দ্র সূর্যাদি—বর্ষা কালে চন্দ্র সূর্যাদি অস্পষ্ট হল—সেইরূপ হওয়াতে সগুণ ব্রহ্মের সহিত উপমেয় হল। এর দ্বারা ধ্বনিত হল—চন্দ্র সূর্যের স্বপ্রকাশকতার ব্যবধান। এই অস্পষ্টতার হেতু কি? এরই উত্তরে **সান্দ্র ইতি**—ঘননীল মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ। সেই মেঘ কিরূপ? **সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ**—'স্তনয়িত্নু' মেঘ, 'স্তন্' শব্দ করা—মেঘে শব্দগুণ থাকা হেতু এখানে এই 'স্তনয়িত্নু' পদে 'গর্জিত' অর্থই নিতে হবে—কাজেই সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ হল, বিদ্যুৎ ও গর্জন সমন্বিত মেঘ। কিরূপ হল আকাশ? এরই উত্তরে **ব্রহ্ম ইব**—জীব নামক ব্রহ্মের অংশের মতো। তাই বা কিরূপ? তা হল সগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজো-তমোগুণ ও তার কার্যের দ্বারা আবৃত-স্বরূপ জ্যোতি, এই জ্যোতির মতো হল আকাশ। সত্ত্বাদি স্থানীয় অংশের যথাযথ সমাবেশ অর্থাৎ এইসব গুণের সমাবেশ এক এক জীবে এক এক প্রকার। [এখানে উপমা এইরূপ—ব্রহ্মাংশ জীব যেমন সত্ত্ব-রজো-তমোগুণের দ্বারা আছন্ন সেইরূপ বর্ষাকালের আকাশ মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন।]॥ জী০ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সান্দ্রৈর্নিবিড়ৈর্নীলাম্বুদৈর্বিদ্যুদ্গর্জ্জিতসহিতৈরাচ্ছন্নমাচ্ছন্নত্বেন প্রতীতং সগুণং ব্রহ্ম সমষ্টিবিরাড়াত্মা বিদ্যুদ্গর্জিতাম্বুদানাং সত্ত্বরজস্তমোভিরুপমা। অত্র ব্যোম্নো নির্লেপত্বেন। বস্তুতস্তুনাচ্ছন্নত্বেনাম্বুদাদ্যধিষ্ঠানমাত্রত্বাদ্ব্রহ্মণা সহোপমেয়ং যোগিভিঃ স্বীয়োপাস্য দৃষ্ট্যা উপাদেয়া॥ বি০ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সান্দ্র ইত্যাদি—বর্ষায় বিদ্যুৎ গর্জনযুক্ত নিবিড় নীল মেঘের দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া হেতু সগুণ ব্রহ্মের মত প্রতীত হচ্ছিল—ব্রহ্ম-সমষ্টি বিরাটের আত্মা [সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি ভাবে উপস্থিত চৈতন্য—ক্ষিরোদশায়ী] বিদ্যুৎগর্জিত মেঘের সত্ত্ব-রজো-তমোর

৬। তড়িত্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ।
প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব ॥

৬। অন্বয়ঃ তড়িত্বন্তো (বিদ্যুদ্‌যুক্তাঃ) মহামেঘাঃ চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ (প্রবলমারুতকম্পিতাঃ) করুণাইব (দয়ালবঃ ইব) হি অস্য (বিশ্বস্য) প্রীণনং (তৃপ্তিদায়কং) জীবনং (জলং) মুমুচুঃ।

৬। মূলানুবাদঃ বিজলী-জড়িত ঘনঘটা প্রচণ্ড বায়ু চালিত হয়ে এই সন্তপ্ত পৃথিবীর তৃপ্তি-দায়ক জল বর্ষণ করে দাতা সকলের মতো।

সহিত উপমা এখানে—স্বরূপে আকাশ সমস্ত মলিনতা রহিত হওয়া হেতু—বস্তুতঃ আকাশ আচ্ছন্নতা রহিত হওয়ায় মেঘাদির অবস্থিতি মাত্রত্ব হেতু ব্রহ্মের সহিত উপমেয়—যোগিগণের দ্বারা এই ব্রহ্ম স্বীয় উপাস্যদৃষ্টিতে উপাদেয় ॥ বি° ৪ ॥

৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ সত্ত্বাদিবস্বরূপকমুদকস্য করত্বং ব্যঞ্জয়তি, তচ্চ পর্জ্জন্যস্য রাজত্বম্, অতএব নিপীতমাহৃতমিত্যর্থঃ ॥ জী° ৫ ॥

৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ জলময় 'বসু' ধন—এর দ্বারা এখানে রাজা উপমা ধ্বনিত হচ্ছে। সূর্য রাজা—আর জল রাজস্ব। এই পৃথিবী হল সূর্যের রাজত্ব। অতএব **নিপীতম্**—ঐ জলময় ধন আহৃত হয় পৃথিবী থেকে ॥ জী° ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ পর্জ্জন্যঃ সূর্য্যঃ স্বগোভিঃ স্বরশ্মিভিঃ কালে সময়ে। অত্র পর্জ্জন্যস্য রাজত্বং উদকস্য করত্বং নিপানস্য গ্রহণত্বং মোচনস্য দানত্বং সূচিতমিতি বস্তুতঃ স্বপ্রজাভ্য আদানতঃ সময়ে পুনঃ প্রদানতশ্চ রাজোপমেয়ং নীতি দৃষ্ট্যা রাজভিরুপাদেয়া ॥ বি° ৫

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পর্জ্জন্যঃ—সূর্য। **স্বগোভিঃ**—নিজ রশ্মি দ্বারা **কালে**—সময়ে। সূর্য পৃথিবীর রাজাস্বরূপ, মেঘের জল রাজাকে দেয় কর, 'নিপান' কর-গ্রহণ, মেঘের জল বর্ষণ প্রজাদিকে রাজার দান সূচিত করল। নিজ প্রজাদি থেকে আদায় ও সময়ে পুনঃ তাদিকে প্রদান থেকে রাজার সদৃশ নীতি দৃষ্টিতে সূর্যের রাজার সহিত উপমা উপাদেয় ॥ বি° ৫ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ তড়িত্বন্ত ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র কৃপালব ইতি, করুণা ইত্যস্য ব্যাখ্যানেন স্বভাবকথনম্। অনুকম্পমানা ইত্যনুকম্পয়া তৎকালমুদিতয়া বেপিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ, স্বজীবনমপীতি তস্মিংস্ত্যক্তে যদি তপ্তানামাপ্যায়নং স্যাত্তদা তদপি ত্যজন্তীত্যর্থঃ, বায়ুভিরিতি বহুত্বঞ্চ চণ্ড-শব্দেন লভ্যতে ; হি নিশ্চয়ে ; যদ্বা, তড়িত্বন্ত ইতি স্বরূপাতিশয়দ্যোতনার্থং করুণা ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা, তস্যা ঘটনা তু শ্লেষেণ চণ্ডশ্বাসকম্পযুক্তাঃ সন্তো রন্তিদেবাদিবজ্জীবনহেতু জলমপি মুমুচুরিতি ॥ জী° ৬ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদঃ [এই বিশ্বের **প্রীণনং**—তৃপ্তিদায়ক 'জীবনং' জল বর্ষণ করে। যথা 'কৃপালব' করুণা তপ্তজন দেখে বিচলিত অর্থাৎ উচ্ছলিত হয়ে উঠে, তপ্তজনের প্রীতি সাধনের জন্য নিজ জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করে, সেইরূপ ঘনঘটা বিদ্যুৎরূপ নেত্রের দ্বারা এই বিশ্বকে তপ্ত দেখে

৭। তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্বর্ষীয়সী মহী।
যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলম্॥

৭। অন্বয়ঃ তপঃ কৃশা (গ্রীষ্মেণ শুষ্কা) মহী (পৃথিবী) কাম্যতপসঃ তনুঃ (শরীরং) তৎফলং সংপ্রাপ্য যথা এব [পুষ্টং ভবতি] [তথা] দেবমীঢ়া (পর্জন্যেন সিক্তা সতী) বর্ষয়সী (পুষ্টা) আসীৎ।

৭। মূলানুবাদঃ সকাম কর্মানুষ্ঠান রত জনের শরীর যেমন পুষ্ট হয়ে উঠে কাম্যফল লাভে, সেইরূপ গ্রীষ্মের খরতাপে শুকিয়ে যাওয়া পৃথিবী বর্ষার জলবৃষ্টিতে ভিজে উৎফুল্লিত হয়ে উঠল।

বায়ু দ্বারা চালিত হয়ে জল বর্ষণ করে—শ্রীধর] শ্রীধরের ব্যাখ্যার 'কৃপালব' পদের অর্থ করুণা—এখানে করুণ ব্যক্তির স্বভাবই বলা হল।—'অনুকম্পমানা' তপ্তজন দেখে তৎকাল-উদিত অনুকম্পায় করুণা উচ্ছলিত হয়ে উঠল—'স্বজীবনইপি ত্যজন্তি' —নিজ জীবন ত্যাগ করলে যদি তপ্তজনের তৃপ্তি সাধন হয়, তাও ত্যাগ করে কৃপালু ব্যাক্তি।

চণ্ড—এই শব্দে বহু বায়ু দ্বারা চালিত মেঘ, এরূপ অর্থ পাওয়া যায়। **হি**—নিশ্চয়ে। অথবা, **তড়িত্বন্ত ইতি**—বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ, মেঘের স্বরূপের আতিশয্য প্রকাশের জন্য এখানে 'বিদ্যুৎযুক্ত' বাক্যের ব্যবহার। **করুণা ইব**—করুণার মত, এটি উৎপ্রেক্ষা বাক্য।—দয়াশীল রন্তিদেবাদির মত প্রচণ্ড বায়ুচালিত বিদ্যুৎযুক্ত মহামেঘপুঞ্জ জগতের জীবন হেতু অঝোরে জল বর্ষণ করতে লাগল॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ শ্বসনো বায়ুঃ। অস্য বিশ্বস্য সন্তপ্তস্য প্রীণনং আপ্যায়নকরং। অতএব জীবনং জীবনতুল্যং জলং করুণা কৃপালবো দাতারইব। তৎপক্ষে শ্বাসবেপাবনুভাবৌ। জীবনং জীবিতমপি তপ্তং জনং বীক্ষতে ত্যজন্তি রন্তিদেবাদয়ো জীবনং স্বমাত্রাপ্যায়কং জলমপীতি ইয়মুপমা তত্তদ্দৃষ্ট্যা দয়াবীরদানবীরৈরুপাদেয়া॥ বি০ ৬॥

৬। বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ শ্বসনো—বায়ু। **অস্য**—এই সন্তপ্ত বিশ্বের। **প্রীণনং**—প্রীতি সম্পাদক। অতএব জীবনং—জীবন তুল্য জল। **করুণা ইব**—'কৃপালব' (শ্রীধর) দাতা সকলের মতো। **শ্বসন বেপিতাঃ**—এই পদের অর্থ 'মেঘ' সম্বন্ধে—বায়ু চালিতা, 'দাতা' পক্ষে দুঃখিত জনের দুঃখের বোধে চালিতা (দয়াবীর)। **জীবনং**—জীয়ন্ত হলেও তপ্ত এই তপ্তজনকে করুণার চক্ষে দেখেন **ত্যজন্তি**—দানবীর রন্তিদেবাদি **জীবনং**—নিজ প্রাণ ধারণ-পরিমাণ জলও ত্যাগ করেন। সেই সেই দৃষ্টিতে দয়াবীর মেঘের দানবীরের সহিত উপমা উপাদেয়া॥ বি০ ৬॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তপ ইতি সান্তত্বমার্ষম্॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ 'তপঃকৃশা' 'তপ' শব্দের আর্ষ প্রয়োগ এখানে। অন্তে 'স্' ধরে নিয়ে আসলে হবে তো 'তপসা'॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ তপসা পক্ষে গ্রীষ্মেণ কৃশা ততো দেবৈরুদ্রাদিভিঃ পর্জন্যেন চ মীঢ়া

৮। নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে॥
৯। শ্রুত্বা পর্জ্জন্যনিনদং মণ্ডূকা ব্যসৃজন্ গিরঃ।
তূষ্ণীং শয়নাঃ প্রাগ্‌যদ্বদ্ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে॥

৮। অন্বয়ঃ কলৌ যুগে যথা পাপেন পাষণ্ডাঃ ন হি বেদাঃ (পাষণ্ডাঃ বেদাঃ ন হি পূজ্যন্তে) [তথা] নিশামুখেষু তমসা খদ্যোতাঃ (কীট বিশেষাঃ) ভান্তি গ্রহাঃ ন [ভান্তি]।

৯। অন্বয়ঃ নিয়মাত্যয়ে (নিত্যকর্ম্মাবসানে) তূষ্ণীং শয়ানাঃ (নিশ্চেষ্টত্বেন নিদ্রিতবৎ স্থিতাঃ) ব্রাহ্মণাঃ যদ্বৎ (আচার্য্যস্য আহ্বানং শ্রুত্বা শাস্ত্রণ্যধীয়ন্তে তথৈব) মণ্ডূকাঃ পর্জ্জন্য নিনদং (মেঘগর্জ্জণং) [শ্রুত্বা] গিরঃ (নিনদান্) ব্যসৃজন্।

৮। মূলানুবাদঃ কলি যুগে পাপী সমাজে যেমন পাষণ্ড শাস্ত্রই শোভা পায়, বেদ নয়, সেইরূপ বর্ষা-কালীন সান্ধ্য-অন্ধকারের মধ্যে জোনাকিই জ্বল জ্বল করতে থাকে, গ্রহগণ নয়।

৯। মূলানুবাদঃ নিত্যকর্ম অবসানে আচার্যের ডাক শুনে শিষ্যগণ যেমন কল কল শব্দ করে পড়তে আরম্ভ করে দেয় সেইরূপ পূর্বে ঘুমন্ত ব্যক্তির মত চুপ করে থাকা ভেক সকল বর্ষাগমে মেঘের ডাক শুনে তুমুল মক্‌মক্ শব্দ জুড়ে দিল।

কামিতবস্তু প্রদানেন জলবৃষ্ট্যা চ সিক্তা। বর্ষীয়সী পুষ্টাঙ্গাউচ্ছ্বনা চ। কামং তপো যস্য তস্য পুংসস্তনুঃ কামান্ প্রাপ্য যথেত্যুপমৈষা পরিণাম দর্শিভিঃ সদ্ভির্হেয়া॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তপঃকৃশা—এখানে তনুর সহিত মহীর উপমা। গ্রীষ্মের খর-তাপে শুকিয়ে যাওয়া 'মহী' পৃথিবী **দেবমীঢ়া**—তপস্বী পক্ষে 'দেব' রুদ্রাদি দেবতাগণ 'মীঢ়া' প্রার্থিত বস্তু দানে ও 'মহী' পক্ষে 'দেবা' জলবৃষ্টি ও 'মীঢ়া' সিক্তা। **বর্ষীয়সী**—তপস্বীপক্ষে পুষ্টাঙ্গ ও 'মহী' পক্ষে উচ্ছসিত। **কাম্য তপসঃ ইত্যাদি**—সকাম কর্মানুষ্ঠান রত জনের তনু কাম্যফল লাভ হলে যেমন পুষ্ট হয়ে উঠে সেইরূপ ইত্যাদি। এই উপমা পরিণামদর্শী সাধুর নিকট হেয়॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ গ্রহাস্তু ন ভান্তি, পাষণ্ডাস্তচ্ছাস্ত্রাণি॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গ্রহগণ শোভা পায় না, খদ্যোত পায়। বেদ শোভা পায় না **পাষণ্ড**—পাষণ্ড শাস্ত্র সকল শোভা পায়॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ পাষণ্ডাঃ পাষণ্ডশাস্ত্রাণি হেয়ৈবেয়মুপমা॥ বি০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পাষণ্ড—পাষণ্ড শাস্ত্রাণি—এই উপমা হেয়ই॥ বি০ ৮॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ব্যসৃজন্ বিবিধং বিস্তারয়ামাসুঃ, প্রাক্ তূষ্ণীং শয়ানা নিদ্রাণবন্নিশ্চেষ্টত্বেন বৃত্তা মণ্ডূকাঃ, ব্রাহ্মণাশ্চ নিত্যধ্যানজপাদ্যর্থকৃতমৌনত্বেনেতি॥ জী০ ৯॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ব্যসৃজন্—বিবিধ ধরনের শব্দ করতে থাকে ফলাও

১০। আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ।
পুংসো যথাস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ॥
১১। হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতা।
উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ॥

১০। **অন্বয়ঃ** অস্বতন্ত্রস্য পুংসঃ (জনস্য) দেহদ্রবিণসম্পদঃ যথা (যদ্বৎ উৎপথ গামিন্যঃ ভবন্তি তথা) অনুশুষ্যতীঃ (গ্রীষ্মে শুষ্কতাং গতাঃ) ক্ষুদ্র নদ্যঃ [বর্ষাসু] উৎপথ গামিন্য আসন্।

১১। **অন্বয়ঃ** হরিভিঃ (নীলবর্ণৈঃ) শষ্পৈঃ (কোমলতৃণৈঃ) হরিতা (হরিতীকৃতা) ইন্দ্রগোপৈঃ (অরুণবর্ণকীটবিশেষৈঃ) চ লোহিতা (রক্তবর্ণীকৃতা) উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া (ছত্রীকারৈঃ উদ্ভিদৈঃ কৃতশ্বেত-কান্তিঃ) ভূঃ (পৃথিবী) নৃণাং (রাজ্ঞাং) শ্রীঃ (সেনাসম্পৎ) ইব অভূৎ।

১০। **মূলানুবাদঃ** শাস্ত্র-শাসন না-মানা জনের ধন-জন-যৌবন যেমন তাকে কুপথগামী করে থাকে, সেই রূপ গ্রীষ্মকালের শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র নদীও বর্ষার জল পেয়ে কুপথগামী হয়ে থাকে।

১১। **মূলাবাদঃ** বর্ষাকালে নীলকোমল তৃণে সবুজ, ছোট ছোট লাল কীটে লাল এবং ছত্রাকার বৃক্ষাদিতে, ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি রাজাদের লাল-সবুজাদি নানা বর্ণের তাবুযুক্ত সেনা-সম্পদের মত দেখাচ্ছিল।

করে। পূর্বে চুপ করে **শয়ানাঃ**—ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়ে থাকে—ভেকের ক্ষেত্রে ইহা তাদের স্বভাববশেই হয়, আর ব্রাহ্মণের পক্ষে নিত্য ধ্যানজপাদির জন্য কৃতমৌন ভাবে বসে থাকা॥ জী০৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নিত্যকর্ম্মাবসানে আচার্য্যাহ্বানশব্দং শ্রুত্বা তচ্ছিষ্যা যথা অধীয়ন্তে তদ্বদিতি ব্রহ্মচারিভিরুপাদেয়া॥ বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নিয়মাত্যয়ে**—নিত্যকর্ম অবসানে আচার্যের ডাক শুনে তার শিষ্যগণ যেমন পড়তে আরম্ভ করে সেইরূপ—ব্রহ্মচারির সহিত উপমা উপাদেয়॥ বি০ ৯॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** কদাচিদুৎপথবাহিন্য এবাসন্, কদাচিদনুশুষ্যন্ত এব চাসন্; ন তু সৎপথগামিন্যঃ, ন তু বৈকল্যরহিতাঃ; যথা স্বতন্ত্রস্য শাস্ত্রমননুসরতঃ পুংসো দেহসম্পদো দ্রবিণ-সম্পদশ্চেতি॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ উৎপথগামিন্যঃ**—বর্ষাকালের নদী বিপথে বয়ে যায়—গ্রীষ্ম কালে শুকিয়ে যায়—সৎপথেও যায় না, বৈকল্য রহিত অবস্থায়ও থাকে না। যথা **স্বতন্ত্রস্য**—যারা শাস্ত্র মেনে চলে না, সেই সব জনের **দেহসম্পদ**—যৌবন ও অর্থ সম্পদ (যেরূপ উৎপথগামী হয়।)

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অনুশুষ্যতীঃ অনুশুষ্যন্ত্যঃ। বৃষ্যমাণৈরল্পৈরপি জলৈরুৎপথগামিন্যঃ স্বতন্ত্রস্য শাস্ত্রশাসনং অমানয়তঃ দেহস্য সম্পদো যৌবন সামর্থ্যবিদ্যাদ্যাদ্রবিণসম্পদঃ পঞ্চষগ্রামাধিপত্যম্। তা যথা নিকৃষ্টস্য কুমতেঃ পরোদ্বেজিকাস্তথেতি হেয়ৈবেয়ম্॥ বি০ ১০॥

১২। ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ।
মানিনামনুতাপং বৈ দৈবাধীনমজানতাম্॥

১২। অন্বয়ঃ ক্ষেত্রাণি শস্য সম্পত্তিঃ কর্ষকাণাং (কৃষীবলানাং) মুদং দদুঃ। বৈ (কিন্তু) দৈবাধীনং অজানতাং মানিনাং (কৃষিং নিকৃষ্টং কর্ম্ম, বয়ং প্রতিষ্ঠিতান কুর্মহে ইতি গর্ব্বতাং জনানাং) অনুতাপং দদুঃ।

১২। মূলানুবাদঃ দেহাভিমানী জন যেরূপ দেহাদির দৈবাধীনতা না-জানা হেতু দেহাদির লাভে আনন্দ, অলাভে শোক পায় সেইরূপ বর্ষাকালে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র কৃষ্ণকে আনন্দ ও শস্যহানী শোক দেয়।

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অনুশুষ্যতীঃ—গ্রীষ্মকালে নদী অল্পজলা হলেও বর্ষাগমে কুপথগামী হয়ে থাকে। **স্বতন্ত্রস্য**—শাস্ত্র শাসন না-মানা জনের। দেহের সম্পদ—যৌবন সামর্থ্য-বিদ্যাদি। দ্রবিণ সম্পদ—পঞ্চাশ গ্রামের আধিপত্য—এই সবজন যথা। নিকৃষ্ট কুমতি স্বতন্ত্র জনের দেহ দ্রবিণ সম্পদ পরের উদ্বেগদায়ী হয় তথা বর্ষার ক্ষুদ্রনদী পরের উদ্বেগদায়ী হয়—এইরূপে ইহা হেয় উপমা॥ বি০ ১০॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ইন্দ্রগোপৈঃ শ্রীবৃন্দাবনেঽত্র ইন্দ্রচূড়েতি খ্যাতৈঃ কীট-বিশেষৈঃ; হরিতাদিকত্বং চেদং পটগৃহাদীনাম্॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকানুবাদঃ ইন্দ্রগোপঃ—ছোট ছোট লাল কীট—বৃন্দাবনে একে 'ইন্দ্রচূড়' বলে। রাজাদের তাঁবুরও এই সবুজ লাল প্রভৃতি রং-এর হয়ে থাকে তাই উপমা॥ জী১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ হরিভর্নীলবর্ণৈঃ শষ্পৈঃ কোমলৈঃ। ক্বচিৎ নীলবর্ণা ইন্দ্রগোপৈররুণ-বর্ণকীটবিশেষৈঃ ক্বচিৎ লোহিতা। উচ্ছিলীন্ধ্রৈশ্ছত্রাকারেরুদ্ভিজ্জৈঃ কৃতচ্ছায়া কৃতশ্বেতকান্তিঃ। নৃণাং রাজ্ঞাং শ্রীঃ সেনাসম্পৎ হরিতাদিবর্ণপটগেহযুক্তা, ইয়ং রাজ্ঞামুপাদেয়া॥ বি০ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ হরিভিঃ—নীলবর্ণ **শষ্পৈঃ**—কচি ঘাস—কোনখানে নীলবর্ণ কচিঘাসের দ্বারা সবুজ পৃথিবী, কোনখানে **ইন্দ্রগোপৈঃ**—ছোট ছোট লাল কীটের দ্বারা লালবর্ণ পৃথিবী। **উচ্ছিলীন্ধ্র কৃতচ্ছায়া**—কোথাও ছত্রাকার বৃক্ষাদিতে ছায়া শীতল পৃথিবী রাজাদের **শ্রীঃ**—লাল সবুজ নানাবর্ণের তাঁবুযুক্ত সেনা সম্পদের মত হল। এই উপমা উপাদেয়॥ বি০ ১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ সমুচ্চয়ে বৈ-শব্দঃ, শস্যসম্পত্তিস্তদ্ভাবাভাবৈরিত্যর্থঃ। মুদনুতাপয়োর্হেতুঃ—মানিনাং তদভিমানবতাং দৈবাধীনং সর্ব্বমিত্যজানতাং যথান্যেষামপি ক্ষেত্রাণি দেহাঃ অন্যাভিঃ সম্পত্তিরিতিঃ জ্ঞেয়ম্ জী০ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকানুবাদঃ মাণিনাম্—দেহাভিমান বা ধনাদিতে গর্ব হেতু **দৈবাধীনমজানতাম্**—দেহাদি সবকিছু যে দৈবাধীন, তা না-জানা জনকে যেমন **মুদ্ অনুতাপং**—ভালমন্দে আনন্দ-শোক দেয় তেমনি বর্ষাকালে ক্ষেত্রসকল কৃষককে আনন্দ-শোক দেয়—শষ্যে মাঠ ভরে গেলে আনন্দ, না-গেলে শোক—ইহা যে দৈবাধীন, তা না জানা হেতু॥ জী০ ১২॥

১৩। জলস্থলৌকসঃ সর্ব্বে নববারিনিষেবয়া।
অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া॥

১৩। অন্বয়ঃ জলস্থলৌকসঃ (জলস্থলনিবাসিনঃ) সর্ব্বে নববারিনিষেবয়া হরিনিষেবয়া যথা রুচিরং (মনোজ্ঞং) রূপং অবিভ্রন্ (ধারয়ামাসুঃ)।

১৩। মূলানুবাদঃ হরিসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া মাত্রই জীব যেমন সদ্য সদ্য সর্ব সুন্দর হয়ে যায়, সেইরূপ বর্ষারম্ভেই নববারি-নিষেবণে জলস্থলবাসী সকল জীব রমণীয় রূপ ধারণ করল।

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ মানিনামিতি। কৃষিং মিকৃষ্টং কর্ম্ম বয়ং প্রতিষ্ঠিতা ন কূর্ম্মহে ইতি গর্ব্ববতাং অনুতাপং হন্ত হন্ত যদি কৃষিং বয়নপ্যকরিষ্যাম তদৈতাদৃশীঃ শস্যসম্পদঃ প্রাপ্স্যাম ইতি পশ্চাত্তাপং দদুর্মানিভ্য এবেত্যর্থঃ। যতো যদনুতাপাদিকং দৈবাধীনং তে ন জানন্তীত্যর্থঃ। যথা নিবৃত্তিকর্ম্মপরান্ ব্রহ্মলোকং গচ্ছতো দৃষ্ট্বা প্রবৃত্তিকর্ম্মপরাঃ স্বর্গস্থা অনুতপন্তীতি গম্যোপমা ভক্তৈর্হেয়া॥ বি০ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ মানিনাম ইতি—কৃষি একটা নিকৃষ্ট কর্ম আমরা এই কাজে ব্রতী হব না, এইরূপ গর্বী লোকের অনুতাপং—হায় হায় যদি আমরাও কৃষিকার্য করতাম তবে এই বর্ষাগমে এই শস্য সম্পদ পেতাম—এইরূপে ক্ষেত্রসকল পরে তাপ দেয়, এরূপ অর্থ। যেহেতু তারা জানে না এই অনুতাপাদি দৈবাধীন। যথা নিবৃত্তি কর্মপর জনেরা ব্রহ্মলোকে যাচ্ছে দেখে প্রবৃত্তি কর্মপর স্বর্গস্থ জনেরা অনুতাপ করে। এই উপমা ভক্তদের কাছে হেয়॥ বি০ ১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ জলেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্; তত্র সাধনাবস্থায়াং পরমধর্ম্মত্বং প্রসিদ্ধমেব সুখরূপত্বঞ্চ; 'কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্। আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥' (শ্রীভা ১।১৮।১২) ইত্যনুসারেণ সাধ্যাবস্থায়াস্তু পরমসুখরূপত্বঞ্চ প্রসিদ্ধমেবেতি বিবেচনীয়ম্॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ [শ্রীধর - যথা হরি নিষেবয়া—হরি সেবায় প্রবৃত্ত জন যেমন সদ্যই সর্ব সুন্দর হয়ে উঠে—এই হরি সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং পরম সুখস্বরূপ হওয়া হেতু।] এই শ্রীধরের টীকার মর্ম—সাধন অবস্থাতে পরম ধর্মত্ব, প্রসিদ্ধ এবং সুখ স্বরূপ। "আমরা যে যজ্ঞ করছি, তাতে বহু বিঘ্নের সম্ভাবনা, ফল লাভেরও নিশ্চয়তা নেই। ধূমে মলিন দেহ আমাদিকে শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মের মধুর মকরন্দ পান করিয়ে সুস্থ করুন।"—(শ্রীভা০ ১।১৮।১২)—এই অনুসারে যজ্ঞের সাধ্য অবস্থায় কিন্তু পরম সুখস্বরূপ; তাতো প্রসিদ্ধই আছে, ইহা বিবেচীয়॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। যথেতি হরিসেবায়াং প্রবৃত্তা অপি সদ্য এব সর্ব্বে রুচিরা ভবন্তি তস্যাঃ পরমধর্ম্মত্বাৎ পরমসুখদত্বাচ্চ। তদ্বদিত্যুপাদেয়া॥ বি০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অবিভ্রন্—ধারণ করল। যথা ইতি—হরি সেবাতে যেমন প্রবৃত্ত হলেও লোক সদ্য সদ্য সর্বসুন্দর হয়ে যায়—ইহা পরম ধর্ম ও পরম সুখদ হওয়া হেতু—সেইরূপ বর্ষায় ইত্যাদি এই উপমা উপাদেয়॥ বি০ ১৩॥

১৪। সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষোভ শ্বসনোর্ম্মিমান্।
অপক্কযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্ যথা॥

১৫। গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ।
অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ॥

১৪। অন্বয়ঃ সরিদ্ভিঃ (নদীভিঃ) সঙ্গতঃ (মিলিতঃ) শ্বসনোর্ম্মিমান্ (তরঙ্গিতঃ) সিন্ধুঃ অপক্ক যোগিনঃ গুণযুক্ (গুণ সংসর্গি) [অতএব] কামাক্তং চিত্তং যথা (চিতমিব ক্ষুব্ধং বভূব)।

১৫। অন্বয়ঃ গিরয়ঃ (পর্বতাঃ) বর্ষধারাভিঃ হন্যমানাঃ ব্যসনৈঃ (আধ্যাত্মিকাদিভিস্তাপৈঃ) অভিভূয়মানাঃ অধোক্ষজচেতসঃ যথা (বিষ্ণুভক্তি পরায়ণাঃ যথা ন ব্যথাং যান্তি তথা) ন বিব্যথুঃ।

১৪। মূলানুবাদঃ অপক্ক যোগীর কামাসক্ত চিত্ত যেরূপ বিষয়-বিকারে বিক্ষুব্ধ হয় সেইরূপ বর্ষাকালে নদী সকলের সহিত মিলিত ও বায়ুবেগে তরঙ্গিত সমুদ্রও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

১৫। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তগণ বিপদ-আপদে অভিভূত হওয়ার মতো দশায় পড়লেও যেমন দুঃখ পায় না, সেইরূপ পর্বত সকল বর্ষাকালে অনর্গল জলধারার অঘাতে নিষ্পেষিত হলেও নিষ্প্রভ হচ্ছে না।

১৪। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ শ্রীবৃন্দাবনেঽত্রাবর্ত্তমানস্যাপি সিন্ধোর্বর্ণনং প্রাবৃট্ স্বভাব বর্ণনাৎ। কিংবা সিন্ধুরিব সিন্ধুঃ শ্রীমথুরামণ্ডলপশ্চিমসীমায়াং বর্ত্তমানং মানসগঙ্গাপ্রভবকোটরাখ্যমহাসরো জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ এখানে বর্ষার বৃন্দাবনের নানা অবস্থার কথাই উপমা যোগে বলা হচ্ছে—সমুদ্র বৃন্দাবনে নেই, কাজেই তার বর্ষাকালীন অবস্থা বর্ণনা না করাই ঠিক হলেও, তাই করা হচ্ছে—অথবা এখানে 'সিন্ধু' বলতে সিন্ধুর মত বিশাল। মথুরা মণ্ডলের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত মানসগঙ্গার মত প্রভাব বিশিষ্ট কোটরাখ্য মহা সরোবর, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ সিন্ধু নদী বিশেষঃ পাশ্চাত্যঃ। বিশেষণস্য পত্ত্বমার্ষং। কামাক্তং কামবাসনাযুক্তং ইতি। শ্বসনোর্মিসাম্যং গুণৈর্বিষয়ৈর্যুজ্যতে ইতি সরিৎসঙ্গতিসাম্যমিতি জ্ঞেয়া॥ বি০ ১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সিন্ধু—পাশ্চাত্য দেশের নদী বিশেষ—এটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, এর বিশেষণ পুলিঙ্গ শব্দ 'সঙ্গতঃ' আর্ষ প্রয়োগ। **কামাক্তং**—কামবাসনাযুক্ত—'শ্বসনোর্মিঃ' পদের সহিত সাম্য। **গুণৈঃ**—বিষয়ের সহিত মিলিত,—এইরূপে এই পদটি 'সরিৎসঙ্গতি' সাম্য॥ বি০ ১৪॥

১৫। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ বর্ষধারাভিরিতি গিরিষু বৃষ্টেরাধিক্যাৎ। অভিভূয়মানাঃ অভিভবচেষ্টাবিষয়ীক্রিয়মাণা অপি ন বিব্যথুঃ, ন বিব্যথিরে দুঃখং ন প্রাপুঃ, কিন্তু রজ-আদ্যপগমাদশোভন্তে-বেত্যর্থঃ; ব্যসনৈঃ রোগাদিবিঘ্নৈঃ প্রারব্ধস্যাবশ্যভোগ্যত্বাৎ; 'ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ' (শ্রীভা ১১।৪।১০) ইতি ন্যায়াচ্চাভিভূয়মানা অপি ন ব্যথন্তে, প্রত্যুতাশোভন্তৈব, দুষ্কর্ম্মাপগমাদিনা ভগবৎস্মরণবিশেষ প্রসিদ্ধেঃ। টীকায়ামেবকারস্তদব্যথায়াং হেতুঃ॥ জী০ ১৫॥

১৬। মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানা শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালেন চাহতাঃ॥

১৬। অন্বয়ঃ কালেন দ্বিজৈঃ নাভ্যস্যমানাঃ (অনভ্যস্তাঃ অপি চ) শ্রুতয়ঃ (বেদাঃ যথা "কিং সন্তি নবা ইত্যেবং লোকসন্দেহবিষয়ীভূতাঃ ভবন্তি তথা) মার্গাঃ তৃণৈঃ ছন্নাঃ অসংস্কৃতাঃ সন্দিগ্ধা ("কিং মার্গাঃ বর্ততে ন বা" ইত্যেবং সন্দেহ পদং গতাঃ) বভূবুঃ।

১৬। মূলানুবাদঃ ব্রাহ্মণগণের আলোচনা অভাবে ও কালপ্রভাবে শ্রুতিসকল লুপ্তপ্রায় হলে যেরূপ 'বেদ আছে কি নেই' এরূপ সংশয় উপস্থিত হয়, সেইরূপে বর্ষাকালে পথ সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হতে লাগল—তৃণাচ্ছাদিত ও অপরিষ্কৃত হয়ে পড়ায়।

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বর্ষাধারাভিঃ—বর্ষাধারায় তাড়িত পর্বত, অধিক বৃষ্টি হেতু তাড়িত। **অভিহন্যমান**—অভিভূত করার মতো অবস্থায় এনে ফেললেও **ন বিব্যথুঃ**—দুঃখ পায় না, কিন্তু ধূলাদি ধুয়ে চলে যাওয়া হেতু শোভাই পায়, এরূপ অর্থ। **ব্যসনৈঃ**—রোগাদি বিঘ্নের দ্বারা—(পীড়িত হলেও)—প্রারব্ধ অবশ্য ভোগ্য হেতু। "আপনার সেবায় নিযুক্ত জনদের সেবায় অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি করে থাকেন দেবতাগণ।"—(শ্রীভা০ ১১।৪।২০)। এই ন্যায় অনুসারে অভিভূত হওয়ার মতো অবস্থায় এলেও দুঃখ পায় না। প্রত্যুত আরও উজ্জ্বলই হয়ে উঠে—দুষ্কর্ম ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় ভগবৎস্মরণ প্রসিদ্ধি হেতু॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ন বিব্যথুর্ন বিব্যথিরে প্রত্যুত রজ আদ্যপগমাদশোভন্তেত্যর্থঃ। ব্যসনৈরাধ্যাত্মিকাদিভিস্তাপৈরধোক্ষজ চেতস্তাদেব ন ব্যথন্তে। "তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতস" ইতি ভগবদুক্তেঃ। প্রত্যুত দৈন্যবৃদ্ধ্যা গর্ব্বাসূয়াদিমালিন্যরহিতা এব ভবন্তীতি সদ্ভিরুপাদেয়া॥ বি০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ন বিব্যথুঃ—ব্যথিত হয়নি, প্রত্যুত ধূলাদি ধুয়ে যাওয়াতে শোভা পেতে লাগে। **ব্যসনৈ**—আধ্যাত্মিকাদি তাপের দ্বারা। **অধোক্ষজ চেতঃ**—শ্রীভগবৎগত চিত্ত হওয়া হেতু ব্যথিত হয় না—'মদ্গতচিত্ত সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি তাপ ব্যথিত করতে পারে না'—(শ্রীভা০ ৩।২৫।২৩)। প্রত্যুত দৈন্যবৃদ্ধিতে গর্ব-অসূয়াদি মালিন্য রহিতই হয়ে থাকে—অতএব এই তাপ সাধুসমাজে উপাদেয়॥ বি০ ১৫॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণ টীকাঃ নাভ্যস্যমানাঃ, অনভ্যস্যমানাঃ, কালহতাঃ কালেন কলিযুগাদিনা হতাঃ, শ্রুতয় ইব, এষ এব পাঠো বহুত্র, তেষাং ব্যাখ্যাদৃষ্ট্যা কেচিৎ কালেন চাইতা ইতি পাঠং কুর্ব্বন্তি, তন্মতে চ ইবার্থঃ॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ নাভ্যস্যমানা—আলোচনা অভাবে (বেদ)। **কালহতাঃ**—কলিযুগাদি দ্বারা লুপ্তপ্রায় (বেদের মতো)। বহুস্থানে 'এষ এব' পাঠও দেখা যায়। শ্রীস্বামি-

১৭। লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্য্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব॥
১৮। ধনুর্ব্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণঞ্চ গুণিন্যভাৎ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষো যথা॥

১৭। অন্বয়ঃ কামিন্যঃ (পুংশ্চল্যঃ) গুণিষু পুরুষেষু ইব (বৈদগ্ধ্যাদি গুণ সৎসু পুরুষেষু যথা ন স্থিরাঃ ভবন্তি) [তথা] চলসৌহৃদাঃ বিদ্যুতঃ লোকবন্ধুষু মেঘেষু ন স্থৈর্য্যং চক্রুঃ।

১৮। অন্বয়ঃ নির্গুণং (জ্যারহিতং) মাহেন্দ্রং ধনুঃ [যথা] গুণিনি (গর্জিত শব্দযুক্তে) বিয়তি (আকাশে) অভাৎ (প্রকাশং গতম্) [তথা] অগুণবান্ (নির্গুণঃ) পুরুষঃ গুণব্যতিকরে ব্যক্তে (প্রপঞ্চে) [প্রকশিতঃ ভবতি]।

১৭। মূলানুবাদঃ পুরুষ বৈদগ্ধ্যাদি গুণবান্ হলেও চঞ্চল প্রণয়বতী বেশ্যাগণ যেমন তাতে চির আসক্ত থাকে না সেইরূপ লোকবন্ধু মেঘে বিদ্যুৎ স্থির হয়ে থাকছে না বর্ষাকালে।

১৮। মূলানুবাদঃ মায়াগুণাতীত শ্রীভগবান্ যেমন এই গুণজাত সংসারে আবির্ভূত হন, সেইরূপ 'নির্গুণ' অর্থাৎ ছিলারহিত ইন্দ্রধনু 'গুণময়' অর্থাৎ গর্জনশীল আকাশে দীপ্ত হয়ে উঠে বর্ষাকালে।

পাদের ব্যাখ্যা দৃষ্টে কেউ কেউ কালেন চ আহতা পাঠ ধরে থাকেন। শ্রীসনাতনের মতে 'চ' শব্দের ইব অর্থ॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নাভ্যস্যমান ইত্যসংস্কৃত সাম্যং কালহতা ইতি তৃণাচ্ছাদন সাম্যং অতএব মার্গাঃ শ্রুতয়শ্চ সন্দিগ্ধা ইতীয়ং বটুভির্হেয়া॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নাভ্যস্যমান্—'আলোচনা অভাবে' এর সহিত উপমা দেওয়া হচ্ছে 'অসংস্কৃত' পদের আর 'কালহতা' পদের সহিত 'তৃণাচ্ছাদন' পদের, অতএব পথ সকল ও শ্রুতি সকল সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়—এইরূপে ইহা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে হেয়॥ বি০ ১৬॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ গুণিষু বৈদগ্ধ্যাদিবিবিধগুণযুক্তেষু অপি॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গুনিষু—বৈদগ্ধ্যাদি বিবিধ গুণযুক্ত হলেও॥ জী০ ১৭

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ যথা কামিন্যঃ পুংশ্চল্যঃ। গুণিষু পুরুষেষু বৈদগ্ধ্যাদিগুণবৎস্বপীতি হেয়ৈব॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যথা কামিণ্যঃ—বেশ্যাগণ। গুনিষু পুরুষেষু—পুরুষ বৈদগ্ধ্যাদি গুণবান্ হলেও—ইহা হেয় উপমা॥ বি০ ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অগুণবান্ মায়াগুণাতীতোঽপি পুরুষঃ॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অগুণবান্—মায়া গুণাতীত হলেও (পুরুষ যথা)।

১৯। ন ররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ।
অহংমত্যা ভাসিতয়া স্বভাষা পুরুষো যথা॥

১৯। অন্বয়ঃ উড়ুপঃ (চন্দ্রঃ) স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈঃ ঘনৈঃ (তুষারময়ৈঃ কুহেড়িকাখ্যৈর্মেঘৈঃ) চ্ছন্ন (আচ্ছন্নত্বেন) [যথা] ন ররাজ (ন প্রতীতো ভবতি) [তথা] পুরুষঃ (পরমেশ্বরঃ) স্বভাসা (স্বীয়গুণময়চ্ছবিরূপয়া) অহং মত্যা (অবিদ্যয়া) ভাসিত তয়া (স্বেনৈব প্রকাশিতয়া) [ছন্নত্বেন প্রতীত ভবতি]।

১৯। মূলানুবাদঃ স্বপ্রকাশিতা স্বীয়গুণময় দ্যুতি অবিদ্যারূপা নিজ শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পরমেশ্বর যেরূপ দীপ্তি পান না, সেইরূপ নিজ জ্যোৎস্নায় প্রকাশিত তুষারময় কুয়াসাখ্য মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে চন্দ্র উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় না বর্ষাকালে।

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নির্গুণং জ্যারহিতং গুণিনি গর্জ্জিতশব্দবতি। ব্যক্তে প্রপঞ্চে গুণ-ব্যতিকরাত্মকেঽগুণবান্ মায়াগুণাতীতঃ পুরুষো ভগবান্ ভাতি। বিবিধলীলাভিরিতি ভক্তৈরুপাদেয়া॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নির্গুণং—ছিলা রহিত, (ইন্দ্র ধনু) **গুণিনি**—গর্জণশব্দায়-মান **ৰিয়তি**—আকাশে। **গুণব্যতিকরে**—গুণ-গঠিত। **ব্যক্তে**—সংসারে। **অগুণবান্**—মায়াগুণাতীত **পুরুষ**—ভগবান্। **অভাৎ**—বিবিধ লীলায় শোভা পাচ্ছেন॥ বি০ ১৮॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ স্বীয়য়া তুষারময্যা জ্যোৎস্নয়া রাজিতৈঃ প্রকাশিতৈঃ সম্বর্দ্ধিতৈশ্চ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈঃ-নিজ তুষারময়ী জ্যোৎস্না দ্বারা প্রকাশিত ও সম্বর্ধিত মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ উড়ুপশ্চন্দ্রঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈস্তুষারময়ৈঃ কুহেড়িকাখ্যৈ-র্মেঘৈশ্ছন্ন আচ্ছন্নত্বাভাবেঽপ্যাচ্ছন্নত্বেন প্রতীতো ন ররাজ। স্বভাসা স্বীয়গুণময়চ্ছবিরূপয়া অহংমত্যা অবিদ্যয়া স্বশক্ত্যা কীদৃশ্যা ভাসিততয়া স্বেনৈব প্রকাশিতয়া পুরুষঃ পরমেশ্বরো যথা ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কমিতিবৎ ছন্নত্বেন প্রতীত ইত্যর্থঃ। জ্ঞানিভিরিয়মুপাদেয়া॥ বি০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈঃ ঘনৈঃ—নিজ জ্যোৎস্নায় প্রকাশিত তুষারময় কুয়াসাখ্য মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে **উড়ুপঃ**—চন্দ্র **ন ররাজ**—দীপ্তি পেল না—যথা **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর **স্বভাষা**—স্বীয়গুণময় দ্যুতিরূপা ও **ভাসিততয়া**—নিজে নিজেই প্রকাশিতা **অহং মত্যা**—অবিদ্যারূপা নিজ শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে **ন ররাজ**—দীপ্তি পান না, মেঘাচ্ছন্ন সূর্যবৎ ছন্নরূপে প্রতীত, ইহা জ্ঞানিদের উপাদেয়॥ বি০ ১৯।

২০। মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ।
গৃহেষু তপ্তনির্ব্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে ॥
২১। পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
প্রাক্ক্ষামাস্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া ॥

২০। **অন্বয়ঃ** গৃহেষু তপ্তাঃ [জনাঃ] যথা অচ্যুতজনাগমে (ভক্তজন সঙ্গমে) নির্ব্বিণ্ণাঃ (স্বস্থচিত্তাঃ ভবন্তি তথা) মেঘাগমোৎসবাঃ শিখণ্ডিনঃ (ময়ূরাঃ) হৃষ্টাঃ সন্তঃ প্রত্যনন্দন্ (উচ্চৈরানন্দাদিকমকুর্ব্বন্)।

২১। **অন্বয়ঃ** প্রাক্ (পূর্ব্বং) তপসা ক্ষামাঃ (ক্ষীণাঃ) শ্রান্তাঃ [জনাঃ] কামানুসেবয়া যথা নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ (বহবঃ ভবন্তি) [তথা] [গ্রীষ্মেণ ক্ষামাঃশ্রান্তাঃ] পাদপাঃ (বৃক্ষাঃ) পদ্ভিঃ (মূলৈঃ) অপঃ পীত্বা [নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ] (অঙ্কুর পত্র পুষ্প পল্লবাদি যুক্তাঃ) আসন্।

২০। **মূলানুবাদঃ** বৈষ্ণব গৃহস্থগণ যেমন সমাগত বৈষ্ণবের প্রেমানন্দ-কীর্তনের পর নৃত্যকীর্তনাদি করে থাকে, সেইরূপ মেঘের আগমনে যাদের আনন্দ সেই ময়ূর সকল মেঘ গর্জনের পর আনন্দে নৃত্য করতে লাগল বর্ষাকালে।

২১। **মূলানুবাদ**ঃ পূর্বে তপস্যায় ক্ষীণ ও শ্রান্ত তপস্বী যেমন পরে কায়ব্যূহ রচনা বলে পান-ভোজন রমনাদি স্বভাববন্ত নানামূর্তি ধারণ করে সেইরূপ গ্রীষ্মে শুষ্কপ্রায় বৃক্ষ সকল বর্ষায় মূল দ্বারা জল পান করে অঙ্কুর পত্র পল্লবাদি সমন্বিত হল।

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা**ঃ মেঘাগম এব উৎসবো যেষাং তে, অতএব হৃষ্টাঃ; প্রত্যনন্দন্ মেঘগর্জ্জিতাত্মনন্তরমুচ্চৈর্নাদাদিকমকুর্ব্বন্। যথা বৈষ্ণবগৃহস্থাঃ সমাগতবৈষ্ণবগীতানন্তরং নৃত্যগীতাদিকং কুর্বন্তি, তথেত্যর্থঃ; এবং চাতকা অপি জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** মেঘাগম মাত্রেই উৎসব যাদের সেই ময়ূরগণ, অতএব তারা আনন্দিত। **প্রত্যনন্দন**—মেঘ গর্জনাদির পর উচ্চকণ্ঠে কেঁ-ও কেঁ-ও রব করতে লাগল—যথা বৈষ্ণব গৃহস্থ সমাগত বৈষ্ণবের গীতের পর নৃত্যগীত করে থাকেন তথা, এরূপ অর্থ। এইরূপে এখানে চাতক সকলও আনন্দিত, এরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ মেঘাগমেনোৎসবো যেষাং তে প্রত্যনন্দন্ মেঘসমৃদ্ধগর্জ্জিতাত্মনন্তরমুচ্চৈরানন্দনাদাদিকমকুর্ব্বন্ যথা বৈষ্ণবগৃহস্থাঃ সমাগতবৈষ্ণবসপ্রেমানন্দগীতানন্তরমানন্দগীতনৃত্যাদিকং কুর্ব্বন্তীতি বৈষ্ণবানামুপাদেয়া ॥ বি০ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** মেঘ-আগমনোৎসব যাদের সেই ময়ূর সকল **প্রত্যনন্দন্**—ঘনঘটার গর্জনাদির পর উচ্চ আনন্দাদি করতে লাগল, যথা বৈষ্ণব-গৃহস্থ সমাগত বৈষ্ণবের প্রেমানন্দ গীতের পর আনন্দ-গীত নৃত্যাদি করে, এই উপমা বৈষ্ণবদের উপাদেয় ॥ বি০ ২০ ॥

২২। সরঃস্বশান্তরোধঃসু ন্যূষুরঙ্গাপিসারসাঃ।
গৃহেষ্বশান্তকৃত্যেষু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ।

২২। অন্বয়ঃ অঙ্গ! (হে রাজন্) দুরাশয়াঃ গ্রাম্যা (জনাঃ) অশান্তকৃত্যেষু (অশান্তানি কৃত্যানি যেষু তেষু) গৃহেষু [যথা বসন্তি] সারসাঃ [তথা] অশান্তরোধঃসু (পঙ্ককণ্টক তটানি যেষাং) অপি সরঃ সু ন্যূষুঃ (নিতরাম্ অবসন্)।

২২। মূলানুবাদঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ! অহো দুরাশয়গ্রস্ত অবিবেকীজনেরা যেমন নানা দুষ্কর্ম কোলাহলময় গৃহে আবেশের সহিত বাস করে সেইরূপ বর্ষায় সারসপাখী পঙ্ককণ্টকাদিতে ও নিরন্তর ভাঙ্গনে কদর্য তটশালী সরোবরে আবেশের সহিত বাস করতে লাগল।

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তপসা ব্রতাদিনা ক্ষামাঃ কৃশাঙ্গাঃ শ্রান্তাশ্চ নির্বলাঃ; এবং গ্রীষ্মেণ পাদপানামপ্যূহ্যম্॥ জী০ ২১॥

২১। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকানুবাদঃ তপসা—ব্রতাদি দ্বারা **ক্ষামাঃ**—কৃশ দেহা ও **শ্রান্তা**—নির্বল। এইসব অবস্থা গ্রীষ্মে বৃক্ষদেরও, এরূপ বুঝতে হবে। জী০ ২১।

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নানাবিধা আত্মনঃ স্বস্য মূর্ত্তয়োঽঙ্কুরপত্রপল্লবপুষ্পপত্রাদ্যা যেষাং তে, পক্ষে নানাত্মানঃ পানভোজনরমণাদিনানাস্বভাববন্ত আত্মনো মূর্ত্তয়ো দেহা যেষাং তে। নিষ্কামাণামিয়ং হেয়া॥ বি০ ২১॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ—নানাবিধ নিজ 'মূর্তয়ঃ' অঙ্কুর-পত্র-পল্লব-পুষ্প-পত্রাদি সমন্বিত হল বৃক্ষসকল—পূর্বে ক্ষীণজনের পক্ষে **কামানুসেবয়া নানাত্মনঃ**—পানভোজন-রমণাদি নানা স্বভাববন্ত 'আত্মনো' নিজের **মূর্ত্তয়ো**—দেহসকল যাদের সেই জনেরা—নিষ্কামজনদের পক্ষে ইহা হেয়॥ বি০ ২১॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অশান্তানি তরঙ্গাতিশয়েন মুহুঃ পতন্তি রোধাংসি যেষু। সারসাঃ স্বনাম্নৈব খ্যাতাঃ পুষ্করাহ্বয়াঃ, গ্রাম্যাঃ অবিবেকিজনাঃ; অত্রাপি দুরাশয়া গৃহমেব সর্বার্থপ্রদমিতি দুষ্টাভিপ্রায়াঃ, অতএব যথা নিতরাং বসন্তীতি নি-শব্দার্থঃ; অতএবাশ্চর্য্যেণ খেদেন বা, অঙ্গ হে রাজন্নিতি॥

২২। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকানুবাদঃ অশান্তানি—অতিশয় তরঙ্গে মুহুর্মুহু **রোধাংসি**—পার ভেঙ্গে পড়ছে যে সরোবরে, তাতেও **সারসা**—নিজ নামেই প্রসিদ্ধ 'পুষ্কর' পাখী। **গ্রাম্যাঃ**—অবিবেকি জনেরা—এর মধ্যেও আবার **দুরাশয়া**—গৃহই সর্বার্থপ্রদ, এইরূপ দুষ্ট অভিপ্রায় যুক্ত; অতএব যথা এরা নি+উষুঃ—আবেশের সহিত বাস করে—অতএব আশ্চর্যে বা খেদে রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন 'হে অঙ্গ'॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অশান্তানি পঙ্ককণ্টকভঙ্গুরত্বাদিদোষযুক্তানি রোধাংসি তটানি যেষাং তেষ্বপি ন্যূষুর্নিতরামেবাসন্। ইয়ং হেয়ৈব॥ বি০ ২২॥

২৩। জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥
২৪। ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্নুন্না ভূতেভ্যোশ্চামৃতং ঘনাঃ।
যথাশিষো বিট্‌পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ ॥

২৩। **অন্বয়ঃ** কলৌ পাষণ্ডিনাং অসদ্‌বাদৈঃ (কুতর্কৈঃ) বেদমার্গা যথা (ভিদ্যন্তে তথা) ঈশ্বরে (ইন্দ্রে) বর্ষতি জলৌঘৈঃ (জলবেগৈঃ) সেতবঃ নিরভিদ্যন্ত।

২৪। **অন্বয়ঃ** বিট্‌পতয়ঃ (রাজানঃ) দ্বিজেরিতাঃ (পুরোহিতৈঃ উক্তাঃ) কালে কালে যথা আশিষঃ (কামান্) [পুরয়ন্তি] [তথা] ঘনাঃ (মেঘাঃ) বায়ুভিঃ নুন্না (প্রেরিতাঃ) ভূতেভ্যঃ অমৃতং (জলং) ব্যমুঞ্চন্ (ববর্ষুঃ)।

২৩। **মূলানুবাদ** ঃ কলিকালে পাষণ্ডীদের কুতর্কের দ্বারা বেদমার্গ যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, সেইরূপ বর্ষাকালে ঈশ্বরাভিমানী ইন্দ্রের অতি বর্ষণ জনিত দুরন্ত জল প্রবাহে সেতু সকল ভেঙ্গে যেতে লাগল।

২৪। **মূলানুবাদ ঃ** পুরোহিতগণের পরামর্শানুসারে রাজগণ যেমন সময়ে সময়ে দান ধ্যান করেন সেইরূপ বর্ষাকালে মেঘপুঞ্জ বায়ুদ্বারা চালিত হয়ে লোকমঙ্গলের জন্য সময় সময় বর্ষণ করতে লাগল।

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বর্ষায় সারস পাখী **অশান্তানি**—কাঁদা কণ্টকময়তা ভঙ্গুরতা প্রভৃতি দোষযুক্ত **রোধাংসি**—'তট' সমন্বিত সরোবর সকলেও **নূষু**—আবেশের সহিত বাস করতে লাগল, যথা গ্রাম্যজন ইত্যাদি। এই উপমা হেয় ॥ বি° ২২ ॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা** ঃ ঈশ্বর ইত্যতিবৃষ্ট্যা স্বৈরতাভিপ্রায়েণ, তদংশেনৈব তস্য পাষণ্ডি-স্থানীয়তা ॥ জী° ২৩ ॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **ঈশ্বর ইতি**—এখানে অতিবৃষ্টি পদের ধ্বনি ইন্দ্রের স্বৈরতা,—এই স্বৈরতা অংশেই সে পাষণ্ডি স্থানীয় ॥ জী° ২৩ ॥

২৩। **শ্রী বিশ্বনাথ টীকা** ঃ ঈশ্বরে ঈশ্বরত্বাভিমানবশাদতিবর্ষোপদ্রবং কুর্ব্বতি সতি। ইন্দ্র ইতি কলিসাম্যমিয়ং হেয়া ॥ বি° ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বর্ষতি ঈশ্বরে**—ইন্দ্র ঈশ্বরাভিমান বশে অতি বর্ষণে উপদ্রব করতে নিলে। কলির সঙ্গে ইন্দ্রের উপমা—ইহা হেয় ॥ বি° ২৩ ॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** চ পুনঃ, অনবচ্ছিন্নবর্ষানন্তরম্। অথেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। ভূতেভ্যঃ কালে কালে যোগ্যং যোগ্যং কালং প্রাপ্যামৃতং জলং দদুরিতি বর্ষান্তে জলস্যোপাদেয়ত্বাদমৃতশব্দন্যাসঃ। এবং বি-শব্দো বিশিষ্টার্থো জ্ঞেয়ঃ। দ্বিজৈঃ প্রেরিতা বিট্‌পতয় ইত্যন্বয়ঃ ॥ জী° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ চ**—পুনঃ নিরবিচ্ছিন্ন বর্ষণের পর বর্ষা চলে যাওয়ার পর কোনও কোনও সময়ে। 'অথ' পাঠেও একই অর্থ। **ভূতেভ্যঃ**—প্রাণীগণের মঙ্গলের জন্য **কালে**

২৫। এবং বনং তদ্বর্ষিষ্ঠং পক্কখর্জ্জুরজম্বুমৎ।
গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ॥

২৫। **অন্বয়** ঃ সবলঃ হরিঃ গো-গোপালৈঃ বৃতঃ রন্তুং (ক্রীড়িতুং) এবং বর্ষিষ্ঠং (সমৃদ্ধং) পক্ক-খর্জুরজম্বুমৎ বনং প্রাবিশৎ।

২৫। **মূলানুবাদ** ঃ গো-গোপালগণে পরিবেষ্টিত সরামকৃষ্ণ এইরূপে বর্ষাঋতুর বন শোভা বর্ণন (শ্রীশুকমুখে শ্রুত) করবার পর পক্কখর্জুর ও জম্বুফলে সমৃদ্ধ মধুর বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন, বিহার করবার জন্য।

কালে—যোগ্য যোগ্য কাল পেয়ে **অমৃতং**—জল দান করে। বর্ষান্তে জলের উপাদেয়তা হেতু এখানে 'অমৃত' শব্দের প্রয়োগ। তাই এখানে (বি+অমুঞ্চন্) বর্ষণের পূর্ব 'বি' বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ—বিশিষ্ট বর্ষণ॥ জী০ ২৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নুন্নাঃ প্রেরিতাঃ। আশিষঃ কামান্ বিট্পতয়ো রাজানো বনিজাং পতয়ো বা। দ্বিজৈর্বিপ্রৈরীরিতাঃ প্রেরিতা ইতি রাজভিরুপাদেয়া॥ বি০ ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **নুন্নাঃ**—প্রেরিতা **আশিষঃ**—অভীষ্ট বস্তু। **বিট্পতয়ঃ**—রাজাগণ, অথবা বণিকদের অধিপতি। **দ্বিজেরিতাঃ**—বিপ্রগণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে। এইরূপে রাজাদের সহিত উপমা উপাদেয়॥ বি০ ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ এবং বর্ষাকালং বর্ণয়িত্বা তৎফলং শ্রীভগবতঃ ক্রীড়াবিশেষং বক্ষ্যন্নাদৌ বনপ্রবেশমাহ—এবমিতি, উক্তপ্রকারেণ, যথা যথাহং বর্ণিতবান্, তথা বর্ণয়িত্বেত্যর্থঃ। তদনুসারেণৈবাহমবর্ণয়মিতি ভাবঃ; বৃতঃ শ্রীমুখশোভালোভেন॥ জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে বর্ষাকাল বর্ণন করত তার ফল শ্রীভগবানের ক্রীড়া-বিশেষ বলতে গিয়ে প্রথমে গোপবালকগণের সহিত রামকৃষ্ণের বনপ্রবেশ বলছেন, যথা—এবম্ ইতি। **এবম্**—উক্ত প্রকারে—যেরূপ যেরূপ আমি (শ্রীশুকদেব) বর্ষাঋতু বর্ণন করলাম, সেইরূপ বর্ণন করত কৃষ্ণ বনে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণের বর্ণন অনুসারেই আমি শুক এখানে বর্ণন করলাম, এরূপ ভাব। গো-গোপবালকগণের দ্বারা **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে—মুখশোভা আস্বাদন লোভে তারা কৃষ্ণের চতুর্দিক ঘিরে আছে॥ জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বর্ষাং বর্ণয়িত্বা তাদাত্বিকীং লীলাং বর্ণয়তি এবমিতি সপ্তভিঃ। বর্ষিষ্ঠং সমৃদ্ধম্॥ বি০ ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বর্ষা বর্ণন শেষ করে বর্ষাকালীন বনে কৃষ্ণের বিহার বর্ণন করা হচ্ছে—এবম্ ইতি সাতটি শ্লোকে। **বর্ষিষ্ঠং**—সমৃদ্ধ॥ বি০ ২৫॥

২৬। ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা।
যযুর্ভগবতাহূতা দ্রুতং প্রীত্যাস্নুতস্তনীঃ॥
২৭। বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজির্মধুচ্যুতঃ।
জলধারা গিরের্নাদানাসন্না দদৃশে গুহাঃ॥

২৬। অন্বয়ঃ ভূয়সা উধোভারেণ মন্দগামিন্যঃ ধেনবঃ ভগবতা আহূতাঃ স্নুতস্তনীঃ (স্নুতস্তন্য) দ্রুতং যযুঃ।

২৭। অন্বয়ঃ [তত্র চ কৃষ্ণঃ] বনৌকসঃ প্রমুদিতাঃ দদৃশে (দদর্শ) বনরাজীঃ মধুচ্যুতঃ [দদৃশে] গিরেঃ জলধারাঃ [দদৃশে] নাদাৎ আসন্নাঃ গুহাঃ (চ দদৃশে)।

২৬। মূলানুবাদঃ বৃহৎ স্তনভারে মন্দগামিনী হলেও ধেনুগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিমাখা ডাক শুনে ছুটতে ছুটতে তার নিকট গেল, স্তন থেকে তাদের তখন দুধ ঝরে ঝরে পড়ছিল।

২৭। মূলানুবাদঃ বনমধ্যে কৃষ্ণ দেখলেন—আনন্দোৎফুল্ল-পুলিন্দরমণীদের,মধু ঝরানো বনরাজি, পর্বত থেকে নেমে আসা জলধারা, জলধারার শব্দে প্রকাশিত নিকটবর্তী গুহা।

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ক্রীড়ামাহ—ধেনব ইতি ষড়্ভিঃ। মন্দগামিন্যোঽপি প্রীত্যাহূতাঃ প্রীত্যৈব দ্রুতং যযুশ্চেত্যন্বয়ঃ। প্রীতৌ লিঙ্গং স্নুতস্তনা ইতি। স্নুতস্তনীরিতি পাঠে স্নুতস্তন্য ইতি প্রাবৃট্কালে বিশেষতো দুগ্ধাদিসম্পত্ত্যা শোভাবিশেষং, তত্তদ্ভোগাদিসম্পত্তৌ অপি মিথঃপ্রেমবিশেষশ্চ ক্রীড়াপরিকরত্বেন দর্শিতঃ॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কৃষ্ণের বনবিহার বলা হচ্ছে 'ধেনবঃ' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে। মন্দগামী হলেও প্রীতিমাখা ডাক শুনে প্রীতিতেই দ্রুত গেল—প্রীতির লক্ষণ **স্নুতস্তনা**—স্তন থেকে চুইয়ে চুইয়ে দুগ্ধ ক্ষরণ—এখানে দেখান হচ্ছে—বর্ষাকালে বিশেষ করে দুগ্ধাদি সম্পত্তিতে ধেনুদের শোভাবিশেষ এবং সেই বর্ষাকালীন ভোগাদি সম্পত্তির মধ্যেও ক্রীড়াপরিকর বলে কৃষ্ণ ও ধেনুদের মধ্যে পরস্পর প্রেম বিশেষ॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ স্নুতস্তনীঃ স্নুতস্তন্য ইতি প্রীতিচিহ্নম্॥ বি০ ২৬॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ স্নুতস্তনীঃ—ক্ষরণশীল স্তনদুগ্ধ, ইহা অলৌকিক বৎসল্যের চিহ্ন॥ বি০ ২৬॥

২৭। শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকাঃ বনৌকসঃ পুলিন্দ্যাদীন্, গুহানাং দর্শনে নাদস্য হেতুতা, দূরবর্ত্তিনীনামপি তৃণাদিভিরাচ্ছন্নানামপি তাসাং প্রতিধ্বন্যুদয়েনাভিব্যক্তেঃ; দদৃশে দদর্শ॥ জী০ ২৭॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বনৌকসঃ—পুলিন্দরমণী প্রমুখ বনবাসিগণ। নিকটবর্তী গুহা দর্শনে হেতু হল জলধারার শব্দ দূরবর্তী হলেও তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও ঐ গুহা সকল থেকে প্রতিধ্বনির উদ্ভব হেতু প্রকাশিত হয়ে পড়ায় উহার দর্শন॥ জী০ ২৭॥

২৮। ক্বচিদ্বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াঞ্চাভিবর্ষতি।
নির্বিশ্য ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ॥
২৯। দধ্যোদনং উপানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে।
সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥

২৮। অন্বয়ঃ ক্বচিৎ অভিবর্ষতি (মেঘেঽভিতো বর্ষতি সতি) ভগবান্ বনস্পতিক্রোড়ে (বৃক্ষ কোটরে) গুহায়াং চ নির্বিশন্ কন্দমূলফলাশনঃ রেমে।

২৯। অন্বয়ঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ (বলরামেণসহ) সম্ভোজনীয়ৈঃ (সহভোজনীয়ৈঃ) গোপৈঃ [সহ] সলিলান্তিকে শিলায়াং [উপবিশ্য] উপানীতং (গৃহাদানীতং) দধ্যোদনং বুভুজে।

২৮। মূলানুবাদঃ কোনও সময়ে বৃষ্টি আরম্ভ হলে ভগবান্ হয়েও শ্রীকৃষ্ণ দৌড়ে বৃক্ষ কোটরে বা গুহায় প্রবেশ করত কন্দমূল ও ফলাদি খেতে খেতে খেলা করতে লাগলেন।

২৯। মূলানুবাদঃ বাড়ীর লোকেরা খাবার নিয়ে এলে রামের সহিত মিলিতকৃষ্ণ স্বজাতীয় গোপবালকদের সহিত জলের পারে শীলাসনে একসঙ্গে বসে খাচ্ছিলেন।

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তত্র চ কৃষ্ণো বনৌকসঃ। পুলিন্দীঃ প্রমুদিতাঃ দদৃশে দদর্শ। বনরাজীমধুচ্যুতঃ মধুনাং চ্যুৎ ক্ষরণং যাসু তথাভূতা দদর্শ গিরেঃ সকাশাজ্জলধারা দূরবর্ত্তিনীরপি নাদাদ্ধেতোরাসন্না নিকটবর্ত্তিনীঃ দদর্শ গুহাশ্চ দদর্শ॥ বি০ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এই বর্ষাকালীন বনে কৃষ্ণ দেখলেন প্রমুদিতা পুলিন্দ রমণী প্রভৃতিকে, মধু নিঃসৃত হচ্ছে এরূপ অবস্থায় বনরাজিকে, আরও দেখলেন পর্বত থেকে যে জলধারা নেমে আসছে তাকে—এ দূরবর্তিনী হলেও শব্দ থেকে নিকটবর্তিনী মনে হচ্ছে এবং গুহা দেখলেন॥ বি০ ২৭॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎ কদাচিদ্বা ভগবানপীতি। অহো অস্যা লীলায়াঃ পরমমাধুর্য্যমিতি ভাবঃ। কন্দমূলয়োর্বর্ত্তুলদীর্ঘতাভ্যাং ভেদো লোকপ্রসিদ্ধঃ, তয়োঃ প্রাবৃষি কোমলত্বাদিনা উপাদেয়ত্বাৎ ফলতঃ প্রাঙ্ নির্দ্দেশঃ॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ক্বচিৎ**—কোনও বা কদাচিৎ। **ভগবান্**—ভগবান্ হয়েও ইনি কন্দমূল ও ফলাদি খেলেন—অহো এঁর লীলার পরম মাধুর্য, এরূপ ভাব। **কন্দমূল**—মূলা, গোল ও দীর্ঘ ভেদে এ দুই প্রকার প্রসিদ্ধ—বর্ষাকালে এরা কোমলতা গুণে উপাদেয় হওয়া হেতু ফলের আগে নির্দেশ॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** মেঘেঽভিতো বর্ষতি সতি বৃক্ষক্রোড়ে গুহায়াং বা নিঃশেষেণ দ্রুতমভিদ্রুত্য বিশন্ প্রবিশন্ কন্দমূলয়োর্ব্বর্ত্তুলত্বদীর্ঘত্বাভ্যা ভেদো জ্ঞেয়ঃ॥ বি০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** চারদিকে বৃষ্টি হতে থাকলে বৃক্ষ কোটরে বা গুহায় **নির্বিশ্য**—'নি' দৌড়ে গিয়ে প্রবেশ করে। **কন্দমূল**—মূলা, এ গোল দীর্ঘ ভেদে দু প্রকার॥ বি০ ২৮॥

৩০। শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্ব্বতো মীলিতেক্ষণান্।
তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ ॥
৩১। প্রাবৃট্‌শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্য সর্ব্বকালসুখাবহাম্।
ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ॥

৩০-৩১। অন্বয় ঃ ভগবান্ শাদ্বলোপরি (হরিততৃণোপরি) সংবিশ্য মীলিতেক্ষণান্ (নিমীলিত-নয়নান্) চর্বতঃ তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ স্বোধোভরাশ্রমাঃ গাঃ চ আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাং (স্বশক্তি বর্ধিতাং) সর্বকাল সুখাবহাং তাং প্রাবৃট্ শ্রিয়ং চ (বর্ষাসুন্দরীং চ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পূজয়াঞ্চক্রে (সমাদৃতবান্)।

৩০-৩১। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর কোমল সবুজ তৃণময় মাঠে প্রবেশ করে তদুপরি চোখ বুজে রোমন্থনরত তৃপ্ত বৃষ-ছোট ছোট বাছুর-স্তন ভারাক্রান্ত ধেনু সকলকে দেখে এবং সর্বকাল সুখাবহ পুনরায় প্রভাবে উচ্ছলিত বর্ষা-শোভা নিরীক্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণ তাদিকে অভিনন্দিত করলেন।

২৯। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ উপানীতং স্বগৃহজনৈঃ বান্ধবজনৈর্বা সমীপং প্রাপিতং, সম্ভোজনীয়ৈঃ সহ ভোজয়িতব্যৈঃ সজাতীয়ৈঃ সহ ; সংবাসাদিশব্দবৎ সংশব্দোঽত্র সহার্থঃ। সম্ভুজ্যতে এভিরিতি তৈস্তেমনৈঃ সহেতি বা। সঙ্কর্ষণ ইতি তত্র সর্ব্বমেলনাভিপ্রায়েণ ॥ জী° ২৯ ॥

২৯। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ উপানীতং—নিজগৃহজন বা বান্ধবজনের দ্বারা নিকটে আনীত। **সম্ভোজনীয়ৈঃ** সঙ্গে নিয়ে ভোজনের যোগ্য সজাতীয়ের সহিত, (একসঙ্গে বসে ভোজন)। সংবাসাদি শব্দবৎ 'সং' শব্দের অর্থ এখানে সহ। অথবা, 'সম্ভুজ্যতে' দধিমাখা ভাতের সহিত তরকারী মিলিয়ে। **সঙ্কর্ষণ ইতি**—গোপবালক-মিলিত সঙ্কর্ষণের সহিত সকলে এক শিলাসনে বসে—সর্ব মিলন অভিপ্রায়ে 'সঙ্কর্ষণ' (আকর্ষণ) পদের ব্যবহার ॥ জী° ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ উপানীতং ছাক ইত্যাখ্যয়া প্রসিদ্ধং, গৃহজনৈঃ প্রাপিতং শিলায়াং সলিলান্তিক ইত্যদ্যাপি কুণ্ডতটে ভোজনস্থল্যো দৃশ্যন্তে সর্ব্বৈরপি জনৈঃ ॥ বি° ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উপনীতং—বাড়ীর লোকেরা খাবার নিয়ে এল 'ছাক' নামক প্রসিদ্ধ স্থানে। **শিলায়াং**—জলের পারে শিলাসনে—অদ্যাপি কুণ্ডতটে ভোজনস্থলী সকল সকলেই দেখে থাকেন ॥ বি° ২৯ ॥

৩০-৩১। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ শাদ্বল ইতি যুগ্মকম্। চর্ব্বতঃ রোমন্থায়মানাৎ। নিরীক্ষ্যেতি পরেণান্বয়ঃ।

তত্রাপি স্বলীলাযোগ্যতাপাদনার্থমাত্মশক্ত্যা হ্লাদিনীনাম্ন্যা উপবৃংহিতাম্, অতঃ পূজয়াঞ্চক্রে সাধু অমন্যত। অন্যচ্চ তত্র ক্রীড়াদিকমুক্তং শ্রীপরাশরেণ—'উন্মত্তশিখিসারঙ্গে তস্মিন্ কালে মহাবনে। কৃষ্ণ-রামৌ মুদাযুক্তৌ গোপালৈঃ সহ চেরতুঃ ॥ ক্বচিদ্গোভিঃ সমং রম্যং গেয়তালরতাবুভৌ। চেরতুঃ ক্বচিদত্যর্থং

৩২। এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে।
শরৎ সমভবদ্ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্বুপরুষানিলা॥

৩২। অন্বয়ঃ এবং রামকৃষ্ণয়োঃ তস্মিন্ ব্রজে নিবসতোঃ ব্যভ্রা (নির্মেঘা) স্বচ্ছাম্বুপরুষানিলা (নির্মলানি জলানি যস্যাং শান্তঃ বায়ুঃ যস্যাং সা চ সা চ) শরৎ সমভবৎ।

৩২। মূলাবাদঃ এইরূপে কথিত বর্ষাক্রীড়ার সহিত সেই ব্রজে রামকেশব দুই জন পরমাবেশে বাস করতে থাকলে যথাকালে শরৎঋতু সমাগত হল—জলের স্বচ্ছতা, বায়ুর মৃদুমন্দতা, আর আকাশের মেঘহীনতা রূপ সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে।

শীতবৃক্ষতলাশ্রয়ে॥ ক্বচিৎ কদম্বস্রক্‌চিত্রৌ মায়ূরস্রগলঙ্কৃতৌ। বিচিত্রৌ ক্বচিদাসাতাং বিবিধৈর্গিরিধাতুভিঃ॥ পর্ণশয্যাসুষুপ্তৌ চ ক্বচিন্নিদ্রান্তরৈষিণৌ ক্বচিদ্গর্জ্জতি জীমুতে হাহাকাররবৈষিণৌ॥' ইতি॥ জী০ ৩০-৩১॥

৩০-৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ 'শাদ্বল' ও 'প্রাবৃট্' এই দুটি শ্লোক এক সঙ্গে অন্বয়। **চর্বতঃ**—যারা চোখ বুজে রোমথন করছিল (সেই পশু সকলকে দেখলেন) পরের শ্লোকের 'নিরীক্ষণ' বাক্যের সহিত অন্বয় হবে।

এই বর্ষায়ও স্বলীলা-যোগ্যতা দানের জন্য আহ্লাদিনী নামক নিজ শক্তি দ্বারা বনকে **উপবৃংহিতাম্**—সর্বশোভায় ভরিয়ে তুললেন—অতএব **পূজায়াঞ্চক্রে**—সুন্দর বলে অনুমোদন করলেন এবং সেই বনে আরও অন্য ক্রীড়াদিও করেছিলেন, এরূপ বলা হয়ে থাকে, যথা—শ্রীপরাশরের বাক্য—"উন্মত্তময়ূর চাতকে শোভন সেই বর্ষাকালীন মহাবনে গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হয়ে কৃষ্ণরাম আনন্দে বিহার করতে লাগলেন। ধেনুগণে শোভিত কোনও স্থানে রাম-কৃষ্ণ দুইজন সুরতাললয়ে গাইতে লাগলেন—কোনও স্থানে শীতল বৃক্ষতলাশ্রয়ে মহাসমারোহে খেলাধূলা করতে লাগলেন। কোনও স্থানে কদম্বমালা, ময়ূরপাখার মালায় বিভূষিত হলেন দুজন। কোথাও বিবিধ গিরিধাতুর মণ্ডনে বিচিত্র শোভা ধারণ করলেন। কোনও স্থানে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলেন, কোথাও নিদ্রান্ত-অলসতা সুখে মগ্ন হয়ে রইলেন। কোনও মেঘ গর্জন করলে হাহাকার রব উঠালেন"॥ জী০ ৩০-৩১॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এবমুক্তপ্রাবৃট্‌ক্রীড়াবিশেষেণ তত্র ব্রজে নিতরাং পরমাসক্ত্যা বসতোঃ সতোরিতি। তত্র শরচ্ছ্রীবিশেষসম্পত্তিহেতুরুক্তঃ, অতঃ সম্যগভবৎ॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে কথিত বর্ষাক্রীড়া বিশেষের সহিত সেই ব্রজে **নিবসতো**—'নি' নিতরাং অর্থাৎ পরম আসক্তির সহিত বাস করতে থাকতে শরৎকাল সমাগত হল—এখানে শরৎ 'অভবৎ' না বলে সম্যক্ 'অভবৎ' অর্থাৎ সেজে গুজে এল বলবার কারণ শরৎ এল নিজ শোভা সম্পত্তি সহ।

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ শরদং বর্ণয়ত্যেবং নিবসতোরিত্যষ্টাদশভিঃ স্বচ্ছানি অম্বূনি যস্যাং অপরুষোঽনিলো যস্যাং সা চ সা চ সা॥ বি০ ৩২॥

৩৩। শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া॥
৩৪। ব্যোম্নোঽব্ভ্রং ভুতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্।
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্॥

৩৩। অন্বয়ঃ নীরানি শরদা নীরজোৎপত্ত্যা (পদ্মজন্মহেতুনা) যোগনিষেবয়া ভ্রষ্টানাং চেতাংসি ইব পুনঃ প্রকৃতিং যযুঃ।

৩৪। অন্বয়ঃ কৃষ্ণে ভক্তিঃ আশ্রমিণাং (গৃহস্থাদীনাং চতুর্ণাম্ আশ্রমিণাং) যথা অশুভং (দুঃখং যথা [হরতি]) [তথা] শরৎ ব্যোম্নঃ অভ্রং (মেঘং) ভুতশাবল্যং (ভূতানাং সাঙ্কর্য্যং) ভুবঃ পঙ্কং অপাং (জলানাং) মলং জহার (দূরীচকার)।

৩৩। মূলানুবাদঃ যোগভ্রষ্ট সাধকগণের বিষয় মলিন চিত্ত যেরূপ পুনরায় যোগাভ্যাস হেতু বিশুদ্ধ হয় সেইরূপ শরৎকালে পদ্মের জন্ম হেতু সরোবরের জল পুনরায় স্বাভাবিক স্বচ্ছতা ধারণ করল।

৩৪। মূলানুবাদঃ কৃষ্ণভক্তি যেরূপ চতুর্বিধ বর্ণাশ্রমীর চার প্রকার অসুবিধা দূর করে, সেইরূপ শরৎ দূর করে আকাশের মেঘ, বৃষ্টির দাপটে জড়সড় হয়ে বাসের অসুবিধা, ভুমির পঙ্ক এবং জলের মালিন্য।

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ শরৎ বর্ণন করা হচ্ছে, 'এবং নিবসতো' ইত্যাদি অষ্টাদশ শ্লোকে। যাতে জল স্বচ্ছ, বায়ু শান্ত সেই শরৎ॥ বি০ ৩২॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তেষামুত্তরপক্ষে নীরজোৎপত্ত্যা সহ ইতি যোজ্যম্॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এই শোভা বিশেষ কি? তারই উত্তরে **নীর-জোৎপত্ত্যা**—পদ্ম জন্মের সহিত (শরৎ এল)।

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নীরজানামুৎপত্তির্যস্যাং তয়া শরদা হেতুনা। অত্র ভক্তিযোগনিষেবয়া সাম্যং শরদোভগবৎস্ফুরণেন সাম্যং নীরজস্যেতীয়মুপাদেয়া॥ বি০ ৩৩॥

৩৩। বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নীরজোৎপত্ত্যা—পদ্ম জন্মে যে ঋতুতে সেই শরৎ হেতু ('প্রকৃতিং যযুঃ' স্বাভাবিক স্বচ্ছতা ধারণ করল জল) ভক্তি-সেবা সহ সাম্য শরতের, কৃষ্ণস্ফুরণ সহ সাম্য পদ্মের, উপাদেয়॥

৩৪। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ যথা কৃষ্ণে জাতা ভক্তিরেকা সর্ব্বেষামেবাশ্রমিণামশুভং মহাকষ্টময়ং তত্তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানং হরতি, 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥' (শ্রীভা০ ১১।২০।৯) ইত্যাদেঃ, তথা শরদপ্যেকা ব্যোমাদেরাবরকত্বাৎ কষ্টময়মব্ভ্রাদিকং জহার। এবং কষ্টময়ত্বেনৈব সাম্যম্, ক্রমরীত্যা তত্তদ্বিশেষয়োঃ কথঞ্চিৎ সাম্যব্যাখ্যায়ামপি লক্ষণাপরম্পরয়া তত্তদনুষ্ঠানসামান্য এব পর্য্যবসানাৎ। কামাদিবাসনানাং গুরুসেবাদিবদাশ্রমান্তঃপাতাভাবাত্তদ্বাসনাক্ষয়ার্থ-যমনিয়মাদ্যনুষ্ঠান এব তাৎপর্য্যাৎ। কিং বহুনা, যতীনামব্যক্তাসক্তচিত্তাদিত্বমপি কষ্টমেব। 'ক্লেশোঽধিকতর-

স্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্' ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভ্যঃ (১২।৫)। অন্যত্তৈঃ। তত্র গুর্ব্বর্থোদকাহরণকুন্তমিতি—গুর্ব্বর্থমুদককুম্ভাহরণাসুখমিত্যর্থঃ। কামাদিবাসনামলমিতি—তদ্বাসনারূপাসুখমিত্যর্থঃ। এবং সাঙ্কর্য্যমপি তজ্জনিতাসুখমিত্যর্থঃ। কিন্ত্বাশ্রমিত্বং ন হরতীতি তস্মাদ্ভ্রংশস্তু ন বিবক্ষিতঃ॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ [শ্রীধর—আকাশের মেঘ, জীবগণের মেলা-মেশা, ভুঁমির কাদা এবং জলের মলিনতা, এইরূপে আকাশাদি চারের চার প্রকার ময়লা শরৎ দূর করে। যথা কৃষ্ণ বিষয়ে ভক্তি ব্রহ্মচারী আদি চার আশ্রমীর **অশুভম্**—অসুখ দূর করে। তথাহি—(১) ব্রহ্মচারিদের গুরুর জন্য জল সংগ্রহাদি কষ্ট যথা ভক্তি দূর করে—ভক্তি ভারে অক্ষম হয়ে পড়া হেতু গুরুও কৃতার্থ ঐ শিষ্যকে নিয়োগ না করা হেতু। তথা শরৎ আকাশের মেঘ দূর করে। (২) এবং যথা গৃহস্থগণের স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত মিশ্রণ ভক্তি দূর করে—নির্জনবাসে রুচি, জাত হওয়া হেতু। তথা জীবের একত্র বাস শরৎ দূর করে—বর্ষায় বৃষ্টিভয়ে সবজীব এক সঙ্গে জড়সড় হয়ে বাস করে (৩) এবং যথা বনে যারা ভস্মাদি মেখে থাকে, তাদের ঐসব মাখার ক্লেশ ভক্তি দূর করে, তথা শরৎ ভূমির পঙ্ক দূর করে। (৪) এবং যথা সন্ন্যাসি-দের কামাদি বাসনা মল শ্রীকৃষ্ণভক্তি দূর করে, তথা জলের মল শরৎ দূর করে।]

কৃষ্ণেভক্তিঃ—যথা কৃষ্ণে ভক্তি জাত হলে উহা একাই **আশ্রমিনাং**—গৃহস্থ, সন্ন্যাসী সকল আশ্রমীরই **অশুভং**—মহাকষ্টময় সেই সেই ধর্মানুষ্ঠান বিরমিত করে দেয়। এ সম্বন্ধে প্রমাণ, "সেইক্ষণ পর্যন্ত কর্মানুষ্ঠান করতে থাক যতক্ষণ না বিষয়ে নির্বেদ উপস্থিত হয় বা আমার (কৃষ্ণের) কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হয়।"—(শ্রীভা০ ১১।২০।৯), তথা শরৎ ঋতুও একা আকাশের আবরক বলে কষ্টদায়ক মেঘাদিকে দূর করে দেয়। ধর্মানুষ্ঠানের সহিত মেঘাদির কোনও সাদৃশ্য নেই, তবে যে এখানে উপমা দেওয়া হল, তা কষ্ট ময়তা অংশেই—একথা বলবার কারণ—শ্রীধর স্বামীর ক্রমরীতি ব্যাখ্যাতেও সেই সেই 'জলসংগ্রহাদি' বিশেষের যে সাদৃশ্য দেখান হয়েছে, তা লক্ষণা পরম্পরা দ্বারা সেই সেই অনুষ্ঠান-সামান্যেই পর্যবসান, সন্ন্যাসিদের কামাদি বাসনা সমূহ গুরুসেবাদিবৎ কোনও আশ্রমের মধ্যে পড়ে না বলে বাসনা ক্ষয়ার্থ 'যমনিয়ম অনুষ্ঠানই' তাৎপর্য। আর বেশী বলার কি আছে সন্ন্যাসিদের যে অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্তাদি ভাব তাও কষ্টই, যথা—"অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত জনদের অধিকতর ক্লেশ হয়ে থাকে"—শ্রীভগবৎগীতা। শ্রীধরের টীকার অর্থ বিশ্লেষণ—'গুরুর জন্য জল আহরণাদি কষ্টং' অর্থাৎ আহরণাদি অসুখ। 'বাসনামল' বাসনারূপ অসুখ। **'সাঙ্কর্য্যম্'**—একত্র বাস—তজ্জনিত অসুখ। কৃষ্ণভক্তি আশ্রমীদের অসুখটাই হরণ করে কিন্তু আশ্রমীদের প্রকৃতি বিপর্যয় ঘটায় না। কাজেই আশ্রম থেকে চ্যুতি বক্তব্য নয়॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ব্যোম্ন ইতি। ব্যোমাদীনাং চতুর্ণাং চতুরোমলান্ শরজ্জহার। যথা আশ্রমিণাংচতুর্ণাং সৎসঙ্গ প্রাদুর্ভূতা ভক্তিরশুভং আশ্রমানুষ্ঠেয় কৃত্যরূপং অমঙ্গলং দুঃখং যথা হরতি। ভক্তিমতাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মানধিকারাদেব তত্তদকরণাৎ। তথাহি ব্রহ্মচারিণাং কর্ম্মিগুরুপসত্তিপ্রাপ্তগোচারণাদিক্লেশং ভক্তি-র্যথা হরতি তথা শরৎ ব্যোম্নোঽব্ভ্রং আবরকং মেঘম্। অভ্রমিতি চ পাঠঃ। যথা চ গৃহিণঃ শ্রাদ্ধাদিবিধি-

৩৫। সর্ব্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চ্চসঃ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ॥

৩৪। অন্বয়ঃ মুক্তকিল্বিষা (মুক্ত পাপাঃ) মুনয়ঃ ত্যক্তৈষণা (ত্যক্তাঃ পুত্রবিত্তলোকৈষণা যৈ স্তে) শান্তাঃ যথা [তথা] জলদাঃ (মেঘাঃ) সর্বস্বং (জলরূপ সর্বসম্পদং) হিত্বা শুভ্র বর্চসঃ (শুভ্রবর্ণাসন্তঃ) বিরেজুঃ।

৩৫। মূলানুবাদঃ সাংসারিক কর্ম ত্যাগ হেতু যাঁরা ত্যক্ত বাসনা ও অক্ষুভিত চিত্ত হয়েছেন সেই মুনিগণ যেমন শুদ্ধ চিত্তে অবস্থান করেন সেইরূপ শরৎকালে মেঘ তাঁদের সম্পত্তি জলরাশি নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে শুভ্র বর্ণে অবস্থিত হল আকাশে।

প্রাপ্তকুটুম্বাদিসাঙ্কর্য্যক্লেশং ভক্তি র্হরতি। তথা শরদি ভূতানাং সাবল্যং বর্ষাসু বৃষ্টিভয়াদেকত্র বসতাং সম্মর্দ্দং হরতি, শরদারম্ভ এব তেষাং পৃথক্ পৃথক্ স্থানগমনাৎ। যথাচ বনস্থস্য মলধারণক্লেশং ভক্তির্হরতি এবং ভূবঃ পঙ্কং শরৎ। যথাচ যতীনাং ব্রহ্মজীবৈক্যভাবনাক্লেশরূপং মালিন্যং ভক্তির্হরতি "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তা-সক্তচেতসা" মিতি গীতোক্তেঃ। এবমপাং মলং শরদিত্যুপাদেয়া॥ বি০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ব্যোম—আকাশের মেঘ, জন সংঘট্ট, ভূমির পঙ্ক, জলের ময়লা শরৎঋতু দূর করে, যথা চার আশ্রমিদের সৎসঙ্গ প্রাদুর্ভূতা ভক্তি **অশুভং**—আশ্রম অনুযায়ী অনুষ্ঠেয় কৃত্যরূপ 'অমঙ্গল' অর্থাৎ দুঃখ দূর করে—কারণ ভক্তিমান্‌দের বর্ণাশ্রম ধর্মে অনধিকার হেতু সেই সেই কৃত্য করতেই হয় না তথাহি ব্রহ্মচারিদের কর্মীগুরু সংস্রবে প্রাপ্ত গোচারণাদি ক্লেশ ভক্তি যথা দূর করে দেয়, তথা শরৎ আকাশের আবরক মেঘ দূর করে দেয়। যথা গৃহীদের শ্রাদ্ধাদি বিবিধ কর্ম উপলক্ষে আগত কুটুম্বাদি মিলন জনিত ক্লেশ ভক্তি দূর করে, তথা শরৎ **ভূতশাবল্য**—বৃষ্টি ভয়ে জীব সকলের এক জায়গায় জড়াজড়ি করে বাস জনিত ক্লেশ দূর করে, কারণ শরৎ আরম্ভেই তারা যার যার জায়গায় চলে যায়। এবং যথা বনে ছাই ভস্ম মেখে থাকার ক্লেশ ভক্তি দূর করে,তথা ভূমির পঙ্ক শরৎ দূর করে। এবং যথা সন্ন্যাসিদের ব্রহ্মজীবের ঐক্য ভাবনা-ক্লেশ রূপ মালিন্য ভক্তি দূর করে (প্রমাণ বাক্য—"অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত জনদের অধিকতর ক্লেশ"—গী০), তথা জলের মল ভক্তি দূর করে। এখানে উপমা উপাদেয়॥ বি০ ৩৪॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ কিল্বিষং সংসারহেতুকর্ম্মতত্ত্যাগাদেব ত্যক্তৈষণাঃ, তস্মা-দেব শান্তা অক্ষুভিতচিত্তাঃ॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ মুক্তকিল্বিষং—সংসার হেতু যে কর্ম তার ত্যাগ হেতুই **ত্যক্তৈষণাঃ**—ত্যক্ত বাসনা, সেই হেতুই **শান্তা**—অক্ষুভিত চিত্ত॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ত্যক্তৈষণাস্ত্যক্তাঃ পুত্রবিত্তলোকৈষণা যৈস্তে। ইতীয়মুপাদেয়া॥

৩৫ শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ত্যক্তৈষণাঃ—পুত্রবিত্ত লোক বাসনা যাঁরা ত্যাগ করেছেন সেই মুনিগণ। এই উপমা উপাদেয়।

৩৬। গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥
৩৭। নৈবাবিদন্ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ।
যথায়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ ॥

৩৬। অন্বয়ঃ জ্ঞানিনঃ কালে (যথা সময়ে) যথা (যোগ্যায়) জ্ঞানামৃতং দদতে [অযোগ্যায়] ন বা (ন দদতে) [তথা] গিরয়ঃ শিবং (মঙ্গলং) তোয়ঃ ক্বচিৎ মুমুচুঃ [ক্বচিৎ] ন (মুমুচুঃ)।

৩৭। অন্বয়ঃ কুটুম্বিনঃ মূঢ়া নরাঃ যথা অন্বহং (প্রতিক্ষণং) ক্ষয্যং (ক্ষীয়মাণম্) আয়ুঃ [ন বিদন্তি] [তথা] গাধজলেচরাঃ (অল্পপ্রমাণে জলে চরন্তীতি তে মীনাদয়ঃ) ক্ষীয়মাণং জলং ন এব অবিদন্ (নৈব জ্ঞাতবন্তঃ)।

৩৬। মূলানুবাদঃ জ্ঞানিগণ যেমন জ্ঞানামৃত সর্বত্র বিতরণ করেন না, পরন্তু কৃপা করে কোনও কোনও যোগ্য স্থানেই করেন, সেইরূপ শরতে পর্বত সকল নির্মল জল কোনও কোনও খাদেই বইয়ে দেয় সর্বত্র নয়।

৩৭। মূলানুবাদঃ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত মূঢ় জন যেমন বুঝে না, তার আয়ু প্রতিক্ষণ কমে যাচ্ছে, সেইরূপ শরতে অল্পজলের মাছ বোঝে না জল প্রতিক্ষণ কমে যাচ্ছে।

৩৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ গিরয় ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র কৃপায়াং হেতুঃ পাত্র-সাদ্‌গুণ্যং জ্ঞেয়ম্। গিরিপক্ষেঽপি গঙ্গাযমুনাদিখাতরেখাস্বেব, ন তু ক্ষুদ্রখাতরেখাস্বিতি ক্বচিদগ্রহণার্থঃ। মোচনবিষয়স্যৈব উভয়ত্র বিবক্ষিতত্বং, ন তু তদাশ্রয়স্যেতি ॥ জী॰ ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ [শ্রীধর—উপাধ্যায়গণ কর্মবিদ্যার মত জ্ঞানি-দিগকে জ্ঞানামৃত সর্বত্র বিতরণ করেন না, পরন্তু কৃপা করে কোন কোনও স্থানেই করেন। এইরূপে পর্বত সকল **শিবম্**—নির্মল **তোয়ং**—জল কোনও নদীতে বইয়ে দেন, কোনও নদীতে নয়।] উপাধ্যায়ের এই কৃপা বিষয়ে হেতু পাত্রের সৎগুণের প্রভাব, এরূপ বুঝতে হবে। পর্বতেয় পক্ষেও—গঙ্গা যমুনাদি খাতেই জল বইয়ে দেন—ক্ষুদ্রখাতে কখনও নয় গ্রহণ অসামর্থতা হেতু। মোচন-বিষয়ে জ্ঞান বা জলই উভয় ক্ষেত্রে উপমার বিষয়ীভূত, এদের ধারণ-পাত্র জ্ঞানীগণ বা নদীর খাত নয় ॥ জী॰ ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ জ্ঞানামৃতং ভগবত্তত্ত্বোপদেশং জ্ঞানিনো নারদভরতপ্রহ্লাদাদয়ঃ। ব্যাধরহুগণদৈত্যবালকাদিষু দদতে অন্যত্র ন দদতে ইতি কৃতর্থীবুভূষয়ৈবোপাদেয়া। তেষাং গিরীণাঞ্চ স্বভাব এবায়মচিন্ত্যত্বান্নাত্র যুক্তির্যোজনীয়া। পাত্রসাদ্‌গুণ্যাদের্হেতুত্বে তেষাং তুল্যদর্শিত্বং তৎকৃপায়াশ্চ নিরুপাধিত্বং ব্যাহতং স্যাদিত্যবধেয়ম্ ॥ বি॰ ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ জ্ঞানামৃতম্—ভগবৎ-তত্ত্ব উপদেশ। **জ্ঞানিনো**—জ্ঞনিগণ, জ্ঞানী নারদ-ভরত-প্রহ্লাদদি জ্ঞানামৃত দান করেন যোগ্য জন ব্যাধ-রহুগণ, দৈত্যবালকদিকে, অন্যত্র দেন না—ধন্য জনের যে জানাবার ইচ্ছা, উহাই হেতু—এই উপমা উপাদেয় ॥ বি॰ ৩৬ ॥

৩৮। গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দন্ শরদর্কজম্।
যথা দরিদ্রং কৃপণং কুটুম্ব্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥

৩৮। অন্বয়ঃ কুটুম্বী অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ কৃপণঃ দরিদ্রঃ যথা (তাপং লভন্তে) [তথা] গাধবারিচরাঃ (অল্পজলস্থাঃ) শরদর্কজং তাপং অবিন্দন্ (প্রাপুঃ)।

৩৮। মূলানুবাদঃ বহু কুটুম্ব পোষণকারী, ধনচেষ্টায় ক্লীষ্ট, লোভাদি পরায়ণ দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ সংসারতাপগ্রস্ত হয় সেইরূপ জল যে কমে যাচ্ছে, এ না জানলেও সেই অল্প জলের মাছ শরৎসূর্যের তীক্ষ্ণ তাপ কিন্তু ঠিকই পেয়ে থাকে।

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ গাধজলচরত্বেন জলক্ষয়জ্ঞানযোগ্যতোক্তা, তথাপি নৈবাবিদন্। দৃষ্টান্তে চ কুটুম্বিত্বেন কুটুম্বমরণাদি-দর্শনাদায়ুঃক্ষয়জ্ঞানং সম্ভাবিতমেব॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ গাধজলেচরাঃ—শরতে অল্প জলের মাছ, এই কথার ধ্বনি, অল্প জলে থাকা হেতু এরা জল কমা-বাড়া বোঝার যোগ্যতা বিশিষ্ট, তথাপিও বোঝে না। এর উপমান কুটুম্ব আসক্ত মূঢ় জনের কুটুম্বমরণ দেখা হেতু আয়ুক্ষয় জ্ঞান নিশ্চয় হয়॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ গাধেঽল্প প্রমাণে জলে চরন্তীতি তে মীনাদয়ঃ। ইতীয়ং হেয়া॥ বি০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গাধজলে-যারা অল্প জলে খেলা করে বেড়ায়, সেই সকল মাছ। —এই উপমা হেয়॥ বি০ ৩৭॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ন চ তেষাং জলক্ষয়াজ্ঞানেন ভয়াদিরাহিত্যাৎ সুখং, কিন্তু দুঃখং মহৎ স্যাদেবেত্যাহ—গাধেতি। শরদর্কজমিতি তাপস্য তৈক্ষ্ণ্যমুক্তম্। দরিদ্রো নির্ধনস্তত্র কৃপণঃ ধনার্থোদ্যমক্লিষ্টস্তত্রাপি কুটুম্বী স্ত্রীপুত্রাদিভরণার্থবহুলধনাপেক্ষক ইত্যর্থঃ। তত্রাপ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ লোভাদিপর ইত্যর্থঃ। তাপং ত্রিবিধং লভ্যতে॥ জী০ ৩৮॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ জল যে কমে যাচ্ছে, এ না জানায় ঐ মাছদের ভয়াদি না থাকার দরুণ যে সুখ হবে, তাও নয়; কিন্তু মহান্ দুঃখই হয়ে থাকে। সেই কথাই বলা হচ্ছে—গাধেতি। **শরদর্কজম্**—'শরৎ-সূর্য' বাক্যে তাপের তীক্ষ্ণতা উক্ত হল। **দরিদ্রঃ**—নির্ধন। **কৃপণঃ**—ধনের জন্যে যে চেষ্টা, তাতে ক্লিষ্ট, তথাপি **কুটুম্বী** -স্ত্রীপুত্রাদি ভরণ-পোষণের জন্য বহু ধনের অপেক্ষাযুক্ত, এরূপ অর্থ। তত্রাপি **অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ**—লোভাদি পরায়ণ। **তাপং**, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপ **অবিন্দন্**—পায়॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অবিন্দন্ লেভিরে, যথা দরিদ্র ইত্যতঃ পূর্ব্বশ্লোকে সম্পন্নাঃ কুটুম্বিনো জ্ঞেয়াঃ। যদ্বা, তেষামেব তাপং বর্ণয়তি গাধেতি॥ বি০ ৩৮॥

৩৯। শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামঞ্চ বীরুধঃ।
যথাহং মমতাং ধীরাঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু॥
৪০। নিশ্চলাম্বুরভূৎ তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে।
আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্মুনির্ব্যুপরতাগমঃ॥

৩৯। **অন্বয়ঃ** ধীরাঃ অনাত্মসু যথা শনৈঃ শনৈঃ অহং মমতা [জহতি] [তথা] স্থলানি শনৈঃ শনৈঃ পঙ্কং জহুঃ বীরুধঃ চ আমং (অপক্কভাবং) [জহুঃ]।

৪০। **অন্বয়ঃ** আত্মনি উপরতে (ত্যক্তক্রিয়ে) ব্যুপরতা গমঃ (নিবৃত্তবেদঘোষঃ) মুনিঃ ইব সমুদ্রঃ শরদাগমে নিশ্চলাম্বুঃ সম্যক্তূষ্ণীং অভূৎ।

৩৯। **মূলানুবাদঃ** ধীর ব্যক্তি যেমন শরীরাদি অনাত্ম বিষয়ে ধীরে ধীরে অহং মমতা ভাব ত্যাগ করেন সেইরূপ শরৎ ঋতুতে মাঠ ঘাট কর্দমাক্ত অবস্থা ও লতা সকল কাঁচা কাঁচা ভাব ধীরে ধীরে ত্যাগ করল।

৪০। **মূলানুবাদঃ** জীবাত্মা নিষ্ক্রিয় হলে মুনিগণের বেদ ধ্বনি যেরূপ থেমে যায় সেইরূপ শরতের আগমনে শান্ত সলিলী সমুদ্রের গর্জন থেমে গেল।

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অবিন্দন্**—লাভ করে,—যথা বহু কুটুম্ব পোষণকারী দরিদ্র তাপ লাভ করে, তথা অল্পজলের মৎস্য তাপ লাভ করে। পূর্বশ্লোকের বহু কুটুম্ব পোষণকারী জন সম্পন্ন গৃহস্থ॥ বি০ ৩৮॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** মমতায়া বহ্যবিষয়ত্বাৎ, পঙ্কেনাহন্তায়াশ্চান্তরবিষয়ত্বাদা-মতয়া সাম্যম্॥ জী০ ৩৯॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** 'মমতা' বাহ্যবিষয় হওয়া হেতু পঙ্কের সহিত তুল্যতা এবং 'আমি আমার' ভাব অন্তর-বিষয় হওয়া হেতু **আম**—লতার অপক্ক ভাবের সহিত তুল্যতা।

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** আত্মা ভক্ত্যনুকূলো জীবাত্মা পরমাত্মা কৃষ্ণশ্চ তদ্ব্যতিরিক্তেষু শরী-রাদিষু। তত্র তত্র তু অহন্তামমতে যত্নেন ভাবয়িত্বেতি ভাবঃ। ইত্যুপাদেয়া॥ বি০ ৩৯॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ধীর ব্যক্তি **অনাত্মসু**—'আত্মা' ভক্তি-অনুকূল জীবাত্মা, পরমাত্মা ও কৃষ্ণ তদ্ব্যতিরিক্ত শরীরাদি বিষয়ে অহংমমতা ত্যাগ করে যত্নের সহিত আত্মবিষয়ে অহং মমতা জন্মিয়ে, ইহা উপাদেয়॥ বি০ ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** সমুদ্র ইতি পূর্ব্বোক্তসিন্ধুবৎ। সম্যগুপরতে পরিত্যক্ত-ক্রিয়ে। আত্মনি স্বস্মিন্। অন্যত্তৈঃ। তত্র স এব সমুদ্র এব তূষ্ণীম্ভূবেত্যন্বয়ঃ। ব্যুপরতেত্যাদিদ্বয়ং মুনিবি-শেষণং জ্ঞেয়ম্; যদ্বা, কামাদিভ্যো বিরতে চিত্তে, যতো মুনিরাত্মারামঃ, অতএব ব্যুপরতাগমো গৃহীতমৌন ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৪০॥

৪১। কেদারেভ্যস্ত্বপোঽগৃহ্ণন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ।
যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্‌জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ॥

৪১। অন্বয় ঃ যোগিনঃ যথা প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) স্রবৎ (বহির্মুখং) জ্ঞানং তন্নিরোধেন (তিষ্ঠন্তি) [তথা] কর্ষকাঃ দৃঢ়সেতুভিঃ কেদারেভ্যঃ অপঃ অগৃহ্ণন্।

৪১। **মূলানুবাদ ঃ** ক্ষোভদ্বারে নিঃসৃত জ্ঞানকে যোগীগণ যেরূপ ইন্দ্রিয় নিরোধের দ্বারা রক্ষা করেন, সেইরূপ শরৎকালে খেতের আল-ভাঙ্গা দিয়ে নিঃসৃত জল কৃষক রক্ষা করে দৃঢ় করে আল-ভাঙ্গা বন্ধ করে দিয়ে।

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সমুদ্রঃ**—পূর্বের ১৪ শ্লোকের মতোই এখানে এই পদে মথুরামণ্ডলের কোটরাখ্য মহাসরোবর। **উপরতে**—নিষ্ক্রিয় হলে। **আত্মনি**—'আত্মা' জীবাত্মা। [শ্রীধর—জীবাত্মা নিষ্ক্রিয় হলে মুনিগণের **নিবৃত্তি বেদঘোষঃ**—বেদধ্বনি যথা থেমে যায়, সেইরূপ শরৎ কালে সমুদ্র গর্জনরহিত হয়ে যায়] ব্যুৎপরতাগমঃ ইত্যাদি মুনির বিশেষণ। অথবা, **আত্মন্যুপরতে**—কামাদি থেকে বিরত চিত্ত হলে—যেহেতু **মুনিঃ**—আত্মারাম ; অতএব **ব্যুপরতাগমঃ**—গৃহীত মৌন॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** আত্মন্যুপরতে ত্যক্তক্রিয়ে সতি নিশ্চলচিত্তো মুনিরিব নিশ্চলাম্বুঃ সমুদ্রঃ, মথুরাপশ্চিমদিশি শাতোবাস ইতি খ্যাতঃ। ব্যুপরতাগমো নিবৃত্তবেদঘোষো মুনিরিব। তূষ্ণীমিতীয়-মুপাদেয়া॥ বি০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আত্মন্যুপরতে**—জীবাত্মা নিষ্ক্রিয় হলে নিশ্চল চিত্ত মুনির মত নিশ্চল **সমুদ্রঃ**—মথুরার পশ্চিম দিকে 'শাতোবাস' নামে খ্যাত সরোবর। **ব্যুপরতাগমঃ**—বেদ ধ্বনি যাঁর থেমে গিয়েছে, সেইরূপ মুনির মতো সমুদ্র গর্জন রহিত হল শরৎ আগমনে। এই উপমা উপাদেয়॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ভগ্নৈঃ সেতুভিঃ কেদারেভ্যঃ স্রবন্তীরপঃ দৃঢ়ৈঃ সেতুভির-গৃহ্ণন্ অরক্ষন্। প্রাণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ ক্ষুভিতৈর্দ্বারভূতৈঃ স্বেভ্যঃ স্রবজ্‌জ্ঞানং প্রত্যাহারেণ যথা রক্ষন্তীত্যর্থঃ॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকনুবাদ ঃ** শরৎকালে ভাঙ্গা আলদিয়ে খেত থেকে নিঃসৃত জল কৃষক **অগৃহ্ণন্**—রক্ষা করে, দৃঢ় ভাবে আল বেঁধে, যথা—**প্রাণৈঃ**—ক্ষুভিত দ্বারভূত ইন্দ্রিয় পথে নিজের থেকে নিঃসৃত জ্ঞানকে ইন্দ্রিয় নিরোধের দ্বারা যোগিগণ রক্ষা করেন॥ জী০ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কেদারেভ্যঃ স্রবন্তীরপঃ দৃঢ়ৈঃ সেতুভিরগৃহ্ণন্ ররক্ষুঃ। যথা প্রাণৈ-রিন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ক্ষোভৈঃ স্রবজ্‌ জ্ঞানং তেষামিন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন প্রত্যাহারেণেত্যুপাদেয়া॥ বি০ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শরৎকালে কৃষক **কেদারেভ্যঃ**—খেত থেকে নিঃসৃত জল দৃঢ় আলের দ্বারা **অগৃহ্ণন্**—রক্ষা করে। যথা **প্রাণৈঃ**—ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ দ্বারে নিঃসৃত জ্ঞানকে সেই সকল ইন্দ্রিয়-নিরোধের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাকর্ষণের দ্বারা যোগীগণ রক্ষা করেন॥ বি০ ৪১॥

৪২। শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুড়ুপোঽহরৎ।
দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্॥
৪৩। খমশোভত নির্ম্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্॥

৪২। **অন্বয়ঃ** বোধঃ (জ্ঞানং যথা) দেহাভিমানজং [সন্তাপ] মুকুন্দঃ [যথা] ব্রজযোষিতাং [সন্তাপং হরতি তথা] উড়ুপঃ (চন্দ্রঃ) ভূতাণাং শরদর্কাং শুজান্ তাপান্ অহরৎ।

৪৩। **অন্বয়ঃ** শব্দব্রহ্মার্থদর্শনং সত্ত্বযুক্তং চিত্তং যথা [শোভতে তথা] নির্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্ অশোভত।

৪২। **মূলানুবাদঃ** দেহাভিমান জনিত তাপ যেমন জ্ঞান দূর করে এবং ব্রজরমণীদের বিরহ তাপ যেমন মুকুন্দ দূর করে, সেইরূপ জীবগণের শরৎকালীন সূর্যতাপ চন্দ্র দূর করে।

৪৩। **মূলানুবাদঃ** বেদের নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ধর্মপরায়ণ চিত্ত যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ শরতের মেঘমুক্ত বিমল তারকা-চন্দ্রশোভিত আকাশও শোভা পাচ্ছিল।

৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ শরদিতি লুপ্তোপমেয়ম্। ব্যবহারিকাণাং তাদৃশতাপহরণে উড়ুপো বিশিষ্টঃ, পারমার্থিকানাং বোধ আত্মজ্ঞানং তদেকানুরক্তানাং ব্রজযোষিতান্তু মুকুন্দ এবেতি তাসাং বৈশিষ্ট্যং বোধিতম্। আসাং তাপশ্চানির্ব্বচনীয়তা-বিবক্ষয়া প্রসিদ্ধতয়া চানুক্তোঽপি 'ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাঽভবৎ' (শ্রীভা০ ১০।১৯।১৬) ইত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ঃ। বক্ষ্যতে চ—'আশ্লিষ্য' ইত্যাদৌ 'গোপ্যোঽপি কৃষ্ণহৃতচেতসঃ' ইতি॥ জী০ ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** শরৎ লুপ্ত উপমেয় ('ধর্ম', 'ইব' প্রভৃতি সাদৃশ্য-বাচক শব্দ ও উপমান—ইহাদের একটি দুটি বা তিনটির লোপ হলে লুপ্ত উপমা)। ব্যবহারিকদের তাদৃশ তাপ হরণে চন্দ্র বিশিষ্ট, পারমার্থিকদের তাপ **বোধ**—আত্মজ্ঞান, হরণ করে এবং কৃষ্ণৈক অনুরক্ত ব্রজ রমণী-দের মুকুন্দই বিরহজ তাপ হরণ করে থাকে--এইরূপে এই ব্রজরমণীদেরই যে বৈশিষ্ট্য তা বুঝান হল।

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যথা দেহাভিমানজং তাপং বোধঃ। যথা চ ব্রজযোষিতাং বিরহতাপং মুকুন্দ ইত্যুপাদেয়া॥ বি০ ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যথা দেহাভিমান থেকে জাত তাপ জ্ঞান হরণ করে, যথা ব্রজ-রমণীদের বিরহ তাপ মুকুন্দ হরণ করে—এইরূপে উপাদেয় (অধিকতর গ্রাহ্য) এই উপমা॥ বি০ ৪২॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** খমিতি—খস্য স্থানে চিত্তং জ্ঞেয়ম্। নির্ম্মেঘতায়াঃ সত্ত্বযুক্তত্বং, তেন মেঘস্থানীয়-রজস্তমোনিষেধাৎ। শরদঃ শব্দব্রহ্ম, তারকাণাং তদর্থাঃ, তারকাশব্দেন চ চন্দ্র এব মুখ্যত্বেন গৃহ্যতে, তদীশত্বাৎ ; তদুক্তম্—নক্ষত্রেশঃ ক্ষপাকরঃ' ইত্যাদেঃ। তত্র চন্দ্রস্য ভগবত্তত্ত্বম্, অন্যেষাং ত্বন্যেঽর্থা ইতি॥ জী০ ৪৩॥

৪৪। অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোড়ুগণৈঃ শশী।
যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি॥

৪৪। অন্বয়ঃ বৃষ্ণিচক্রাবৃতঃ যদুপতিঃ কৃষ্ণ ভুবি যথা [রাজতে তথা] ব্যোম্নি (আকাশে) উড়ুগণৈঃ (তারকাবৃন্দৈঃ আবৃতঃ) অখণ্ডমণ্ডলঃ (পূর্ণঃ) শশী ররাজ।

৪৪। মূলানুবাদঃ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নন্দাদি বৃষ্ণিবংশীয় জনগণে পরিবেষ্টিত হয়ে পৃথিবীতে শোভা পেয়ে থাকেন, সেইরূপ শরৎকালে পূর্ণচন্দ্র তারকারাজিতে পরিবেষ্টিত হয়ে আকাশে শোভা পাচ্ছিল।

৪৩। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ খম্—আকাশের সহিত চন্দ্রের উপমা। নির্মেঘের সহিত সত্ত্বযুক্তত্বের উপমা—এর দ্বারা মেঘস্থানীয় রজো-তমোর নিষেধ হেতু। শরতের সহিত শব্দব্রহ্মের সাম্য। **তারকম্** এবং তারকা শব্দে চন্দ্রই মুখ্যরূপে গ্রহণীয়—চন্দ্র তারকার অধিপতি হওয়া হেতু। শাস্ত্রে এরূপ উক্তও আছে—'নক্ষত্রেশ ক্ষপাকর' অর্থাৎ নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র। শ্লোকে চন্দ্রের ভগবৎ তত্ত্বের সহিত সাম্য চন্দ্রের উপমা পরবর্তী শ্লোকে অন্য প্রকার করা হয়েছে॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ শব্দব্রহ্মণো বেদস্য অর্থাঃ নিবৃত্তকর্ম্মজ্ঞানভক্তিযোগাঃ তেষাং দর্শনং জ্ঞানং যত্র তৎ চিত্তং। কীদৃশং সত্ত্বযুক্তং সাধুত্বযুক্তং। তত্র স্থস্য চিত্তেন সাম্যম্। নির্মেঘত্বস্য সত্ত্বযুক্তত্বেন। শব্দব্রহ্মণা শরদঃ, নিবৃত্তকর্ম্মজ্ঞানতপোযোগৈস্তারাণাম্। ভক্তিযোগেন তারাপদগম্যস্য তারকেশস্য ইতীয়-মুপাদেয়া॥ বি০ ৪৩॥

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ শব্দব্রহ্ম—বেদের **অর্থাঃ**—নিষ্কাম কর্মজ্ঞান, ভক্তিযোগ তাদের **দর্শনং**—জ্ঞান যথায়, সেই চিত্ত। সেই চিত্ত কিদৃশ? **সত্ত্বযুক্তং**—সাধুতাযুক্ত। শ্লোকস্থ আকাশের চিত্তের সহিত সাম্য, মেঘশূন্যতার সত্ত্বযুক্তের সহিত সাম্য। শব্দ ব্রহ্মের সহিত শরতের সাম্য। নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, তপযোগের সহিত তারা সকলের—ভক্তিযোগের সহিত তারা পদ গম্য তারকার অধিপতি চন্দ্রের সহিত সাম্য। ইহা উপাদেয়॥ বি০ ৪৩॥

৪৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তথৈবাহ—অখণ্ডেতি। চন্দ্রস্য পূর্ণিমাপেক্ষয়া শ্রীকৃষ্ণস্য চ স্বয়ং ভগবত্তা প্রাকট্যাপেক্ষয়া, তত্র যদ্যপি বর্ষাস্বপি শশিনস্তাদৃশস্য সোড়ুগণস্য স্বতো রাজমানত্বমস্ত্যেব, কিন্তু ঘনাচ্ছন্নতয়া ন দৃশ্যতে, শরদি তু তদভাবাৎ দৃশ্যতে, তথা শ্রীযদুপতেরপ্যপ্রাকট্য-সময়ানুসারেণ যোজ্যম্। যদুপতিরিত্যধিকোক্তা যদুভিঃ সহ তস্য নিত্যসম্বন্ধো জ্ঞাপ্যতে। বৃষ্ণি-শব্দনির্দ্দেশোঽত্র যদুষু তেষাং প্রাধান্যাপেক্ষয়া॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তাই বলা হচ্ছে—অখণ্ড ইতি। পূর্ণিমার চন্দ্রের সহিত স্বয়ং ভগবত্তা প্রকটনপর কৃষ্ণের উপমা এখানে। বর্ষায়ও তারকারাজি বেষ্টিত চন্দ্র স্বভাবিক ভাবেই আকাশে দীপ্তি পায়, কিন্তু মেঘে আচ্ছন্ন থাকায় দৃশ্য হয় না, শরতে মেঘের অভাবে দৃশ্য হয়। তথা

৪৫। আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্।
জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ॥

৪৫। **অন্বয়ঃ** কৃষ্ণহৃতচেতসঃ গোপ্যঃ যথা [চেতসা কৃষ্ণম্ আলিঙ্গ্য) তাপং (বিরহ তাপং জহাতি তথা) জনাঃ সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতং (পুষ্পকাননবায়ুং) আশ্লিষ্য তাপং জহুঃ।

৪৫। **মূলানুবাদঃ** সমশীতোষ্ণ ফুলবন-সঞ্চারী শরৎ-বায়ুর আলিঙ্গনে সকল লোকেরই শরীর-মনের তাপ জুরায়, এক জুরায় না গোপীগণের, যাঁদের মন কৃষ্ণ চুরি করে নিয়ে গিয়েছেন।

যদুপতিও অপ্রকট লীলা প্রবেশরূপ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় দৃশ্য হন না। কৃষ্ণের পূর্বে 'যদুপতি' বাক্যটি অধিক প্রয়োগে যদুদের সহিত কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ জানানো হল। বৃষ্ণিশব্দ নির্দেশ এখানে যদুদের মধ্যে এই বৃষ্ণিবংশীয়গণেরই অর্থাৎ নন্দ-উপনন্দাদিরই প্রাধান্য অপেক্ষায়॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** সম্পূর্ণমণ্ডলত্বস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বেন সাম্যম্। যদুপতিত্বেন ওষধীশত্বস্য বৃষ্ণিচক্রৈর্নন্দোপনন্দবসুদেবাক্রুরাদিভির্দৃশ্যৈ দৃশ্যনামুডুগণনামিতীয়ং ধ্যানার্থমুপাদেয়া॥ বি০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অখণ্ড মণ্ডলত্বের স্বয়ং ভগবত্ত্বার সহিত সাম্য। 'ওষধীশত্বস্য' চন্দ্রের সাম্য যদুপতির সহিত। **বৃষ্ণিচক্রৈঃ**—নন্দ-উপনন্দ-বসুদেব-অক্রুরাদি দর্শনীয়দের সহিত প্রাকৃতিক দৃশ্য তারকারাজির সহিত সাম্য। এইরূপে ইহা ধ্যানার্থ উপাদেয়॥ বি০ ৪৪॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০-তোষণী টীকাঃ** নতু গোপ্য ইতি বিশেষোক্তিঃ, তত্র হেতুমাহ—কৃষ্ণেতি; ততস্তেনোদ্দীপনাৎ প্রত্যুতাধিকং তাপং প্রাপুরিত্যর্থঃ। হৃ ধাতু-প্রয়োগস্তমেব স্পষ্টকৃতবান্। যোগিনাং মনসি প্রবিশ্য সম্পদে কল্পিতুমাসাত্ত মনো হৃত্বা বিপদে কল্পিতুং যুক্ত এবেতি ভাবঃ। 'মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্' ইতি তাসামুত্তরাবস্থা দৃষ্টান্তিতা। অনেন তু পূর্ব্বাবস্থেতি॥ জী০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** সমশীতোষ্ণ-ফুলবনসঞ্চারী শরৎ বায়ুর আলিঙ্গনে শরীর মনের তাপ জুরায় লোকেরা—কিন্তু কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের তাপ জুরায় না—এদের এই বিশেষত্বের হেতু বলা হচ্ছে, **কৃষ্ণহৃতচেতসঃ**—কৃষ্ণ এদের মন হরণ করে নিয়ে গিয়েছেন। কাজেই এইবায়ু তাঁদের কৃষ্ণ-বিরহকে বাড়িয়ে তোলা হেতু অধিক তাপই পেয়ে থাকেন। শ্রীভগবান্ যোগিদের মনে প্রবেশ করত সম্পদের মধ্যে ধ্যানমূর্তিরূপে নিশ্চিত হয়ে উঠার জন্য আসক্ত হন, আর গোপীদের তো মন হরণ করত বিপদের মধ্যে মধুরমূর্তিরূপে নিশ্চিত হয়ে উঠার জন্য আসক্ত হন, এরূপ ভাব। ৪২ শ্লোকের মুকুন্দ ব্রজযোষিৎদের তাপ দূর করেন, এই যে কথা, ইহা এদের পরের অবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত, আর এখানকার 'কৃষ্ণহৃতমনা' বাক্যটি প্রথম অবস্থার কথা॥ জী০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** সমঃ অন্যূনাধিকঃ শীতশ্চোষ্ণশ্চ তম্। নতু গোপ্যস্তাপং জহুর্যতঃ কৃষ্ণহৃতচেতসো বিরহিণ্যঃ প্রত্যুত তং মারুতমাশ্লিষ্য তাপং প্রাপুরেবেতি ভাবঃ। অত্র প্রক্রমভঙ্গাভাবার্থং

৪৬। গাবো মৃগাঃ খগা নার্য্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্।
অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ ফলৈরীশক্রিয়া ইব ॥

৪৬। অন্বয়ঃ গাবঃ মৃগাঃ খগাঃ (পক্ষিণ্যঃ) নার্যঃ শরদা পুষ্পিণ্যঃ স্ববৃষৈঃ শরদা অন্বীয়মানাঃ (বলাদনুগম্যমানাঃ) ঈশক্রিয়াঃ (ভগবদারাধনলক্ষণাঃ) ইব ফলৈঃ (সুখভোগাদিভিঃ) অভবন্।

৪৬। মূলানুবাদঃ শ্রীভগবৎ আরাধনা-লক্ষণ ক্রিয়া নিষ্কাম হলেও এর দ্বারা সাধক যেমন সুখ ভোগাদির অধিকারী হয়ে থাকে সেইরূপ শরৎ ঋতুতে ধেনু-মৃগ পাখী সকল অনিচ্ছা সত্বেও নিজ নিজ পতিগণের দ্বারা বলে সঙ্গত হয়ে গর্ভিনী হল।

কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে। গোপ্য ইত্যনন্তরং কৃষ্ণমিবেতি শেষো দেয়ঃ। কীদৃশ্যঃ ন কৃষ্ণহৃতানি অপি তু হৃতান্যেব চেতাংসি যাসাং তাঃ। শিরশ্চালনেন জনৈককীর্ত্তির্নৈকযশা ইতি বন্নলোপাভাবঃ। চেতশ্চৌরাত্তস্মাদ্বলাৎ স্বস্বচেত আদাতুমিব তমাশ্লিষ্যন্ত্যোঽপি তাস্তন্ন প্রাপুরিতি ভাবঃ ॥ বি° ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সম—কমও নয় বেশীও নয়, এরূপ শীতোষ্ণ বায়ু। সকলেই তাপ পরিত্যাগ করলেও, গোপীগণ কিন্তু করলেন না যেহেতু তাঁরা কৃষ্ণহৃতমনা বিরহিনী—প্রত্যুত তাঁরা শরতের বাতাস সেবনে তাপই পেল, এরূপ ভাব। এখানে উপক্রম ভঙ্গ যাতে না হয় তার জন্য কেউ কেউ এরূপ ব্যাখ্যা করে থাকেন, যথা—কিদৃশ বিরহিণী? কৃষ্ণের দ্বারা নিজেরা হৃত না হয়েও যাঁদের চিত্তই হৃত হয়ে গিয়েছে, সেই বিরহিনীগণ সেই চিত্তচোর থেকে বলে নিজ নিজ চিত্ত যেন আদায় করে নেওয়ার জন্য তাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেও তাঁরা তা পান নি, এরূপ ভাব॥ বি° ৪৫॥

৪৬। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ মৃগাঃ খগা ইত্যার্ষম্; মৃগ্যঃ খগ্যঃ। তন্যত্তৈঃ। যদ্বা, পুষ্পম্ ঋতুকারী ধাতুবিশেষস্তদ্বত্যঃ সত্যঃ, স্ববৃষৈঃ প্রসববিশেষ-সম্পাদক-স্বস্বপুংভিঃ প্রার্থনাং বিনাপ্যন্বীয়মানা বভূবুঃ। ফলৈঃ ফলবিশেষসম্পাদকৈরপূর্ব্বকৈরপূর্ব্বৈঃ ॥ জী° ৪৬ ॥

৪৬। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ মৃগাঃ খগাঃ—আর্ষ প্রয়োগ—ইহা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, অর্থ মৃগীগণ ও পক্ষীসকল [শ্রীধর—'অন্বীয়মানাঃ' অনিচ্ছা সত্বেও 'স্ববৃষৈঃ' নিজ নিজ পতিগণের দ্বারা বলে সঙ্গত হয়ে **পুষ্পিণ্য**—গর্ভিনী হল] অথবা, 'পুষ্পম্' ঋতুকারী ধাতুবিশেষবতী হলে **স্ববৃষৈঃ**—প্রসব বিশেষ সম্পাদক নিজ নিজ পুরুষের দ্বারা প্রার্থনা বিনাও সঙ্গত হল। **ফলৈঃ**—ফল বিশেষ সম্পাদক অতি চমৎকার অদৃষ্টের সহিত যুক্ত হয়॥ জী° ৪৬॥

৪৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ মৃগাঃ মৃগ্যঃ খগাঃ খগ্যঃ। স্ববৃষৈঃ স্বস্বপতিভিরন্বীয়মানাঃ অনিচ্ছন্ত্যোপি সম্ভোগার্থমনুগম্যমানাঃ ঈশক্রিয়া ভগবদারাধনলক্ষণাঃ ক্রিয়া নিষ্কামা অপি ফলৈঃ সুখভোগাদিভিঃ॥

৪৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ মৃগাঃ—মৃগীগণ **খগাঃ**—পক্ষীসকল **স্ববৃষৈঃ**—নিজনিজ-পতিগণের দ্বারা **অন্বীয়মানাঃ**—অনিচ্ছুক হলেও সম্ভোগার্থ সঙ্গতা। **ঈশক্রিয়া**—শ্রীভগবৎ আরাধন লক্ষণ ক্রিয়া নিষ্কামা হলেও **ফলৈঃ**—সুখ ভোগাদির সহিত যুক্ত হয়॥ বি° ৪৬॥

৪৭। উদহৃষ্যন্ বারীজানি সূর্য্যোত্থানে কুমুদ্বিনা।
রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকাঃ যথা দস্যূন্ বিনা নৃপঃ॥
৪৮। পুরগ্রামেষ্বাগ্রয়ণৈরৈন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈঃ।
বভৌ ভূঃ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ॥

৪৭। **অন্বয়ঃ** [হে] নৃপ! রাজ্ঞা দস্যূন্ বিনা [অন্যে] লোকাঃ [যথা] নির্ভয়াঃ [ভবন্তি] তথা] সূর্য্যোত্থানে কুমুৎ বিনা বারিজানি (পদ্মাদিজলজাতানি) উদহৃষ্যন্ (প্রফুল্লানি বভূবুঃ)।

৪৮। **অন্বয়ঃ** পক্বশস্যাঢ্যা পুরগ্রামেষু আগ্রয়ণৈঃ (নবান্নপ্রাশনার্থৈ বৈদিকৈঃ তথা) ঐন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রদেবতাকৈঃ) মহোৎসবৈঃ হরেঃ (ভগবতঃ) কলা ভূঃ আভ্যাং (রামকৃষ্ণাভ্যাং) নিতরাং [শোভিতা] বভৌ।

৪৭। **মূলানুবাদঃ** রাজা সিংহাসনে বসলে যেমন দস্যু বিনা আর সকলেই নির্ভয় হয়, সেইরূপ হে রাজা পরীক্ষিৎ! রাতে ফোটা শাপ্লা বিনা শরৎকালে সূর্যোদয়ে জলজপুষ্প সকলেই অতিশয় সুখে বিকসিত হল।

৪৮। **মূলানুবাদঃ** শরৎকালে গ্রাম-নগরাদিতে নবান্ন ও অন্যান্য নানা লৌকিক মহোৎসব হতে লাগল। এতে পক্বশস্যপূর্ণা শ্রীহরির অংশভূতা পৃথিবী রমণীয় রূপ ধারণ করল—সেই রমণীয়তা অতিশয় রূপে বর্ধিত হল রামকৃষ্ণের বিরাজমানতায়।

৪৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** বারিজ-শব্দেনাত্র বার্য্যুদ্ভবপুষ্পমাত্রং গৃহ্যতে, ন তু কমলমেব; কুমুদনিষেধানুপপত্তের্লোকশব্দবৎ সামান্যমেব গ্রাহ্যমিতি। কুমুদানাং রাত্রিবিকাশিত্বাদ্দস্যুসাম্যম্। রাজা তস্যোত্থানে সিংহাসন-প্রথমারোহে উদ্যমে বা লুপ্তোপমেয়ম্। যথা দস্যূনিতি বা পাঠঃ, নৃপেতি—দৃষ্টান্তস্যাপি দৃষ্টান্তসূচনা॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** [শ্রীসনাতন—দিবা-বিকসিত কমল সকলের-রাত্রি-বিকশিত কুমুদের (শাপলার) সহিত প্রতিযোগিতায় বৈরতা হেতু সূর্যোদয়ে কুমুদ না থাকায় কমল সকলের বিকসনে শোভা বিশেষ ধ্বনিত, অতএব **উদহৃষ্যন্**—অতিশয় সুখে বিকসিত।]

বারীজানি—বারিজ শব্দে এখানে জলজ পুষ্প মাত্রকেই গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু কমলকে নয়—'লোক' শব্দের মত সাধারণ ভাবেই এই 'বারিজ' শব্দটি বলা হয়েছে, কোনও বিশেষকে অর্থাৎ সৌন্দর্যের পরাবধি কমলকে উদ্দেশ্য করে নয়। কুমুদ (শাপলা) রাত্রিতে ফোটা হেতু দস্যুসাম্য—দস্যুদের রাত্রিতেই বাড় বাড়ন্ত। **রাজ্ঞা**—রাজার **উত্থানে**—সিংহাসনে প্রথম আরোহনেই বা উদ্যমেই দস্যু পালিয়ে যায়। ইহা লুপ্তোপমার দৃষ্টান্ত॥ জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কুমুৎ কুমুদং কুৎসিতেষু মুৎ যস্যেতি দস্যুসাম্যম্॥ বি০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কুমুদ্বিনা**—'কুমুৎ' কুৎসিতের মধ্যে আনন্দ যার সেই কুমুদ বিনা—এখানে এই কুমুদ পদটি দন্ত্য সাম্য ॥ বি০ ৪৭ ॥

৪৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** পুরেষু শ্রীমথুরাদিষু, গ্রামেষু শ্রীনন্দাবাসাদিষু। আগ্রয়ণৈরিতি—'নবান্নং নৈব নন্দায়াং ন চ সুপ্তে জনার্দ্দনে। ন কৃষ্ণপক্ষে ধনুষি তুলায়াং নৈব কারয়েৎ ॥' ইত্যনুসারেণ বৃশ্চিকে প্রবোধন্যনন্তরমেব ইদং জ্ঞেয়ং, শরদন্তরত্বাত্তু শরদ্ব্যবহারঃ। ঐন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈরিতি—'ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু' (শ্রীভা০ ২।৩।২) ইত্যুক্তত্বাৎ ইন্দ্রপূজাময়ৈরিত্যর্থঃ। কার্ত্তিকমধ্যে হি তৎপূজা ব্রজাদৌ পূর্ব্বমাসীৎ; তাং খঞ্জয়িত্বৈব শ্রীভগবতা গোবর্দ্ধনপূজা প্রবর্ত্তিতেতি। ইন্দ্রপূজায়াস্তস্যা লোকপরম্পরা-প্রাপ্তত্বঞ্চ শ্রীব্রজরাজেন মংস্যতে। কীদৃশী ভূঃ? হরেঃ কলা শক্তিঃ। আভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাম্ ॥ জী০ ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পুরেষু**—মথুরাদিতে, **গ্রামেষু**—শ্রীনন্দের আবসাদিতে। **আগ্রয়ণৈ ইতি**—নবান্ন প্রকরণ। প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠি এই তিন তিথিকে নন্দা তিথি বলা হয়। নন্দাতিথিতে, জনার্দন শয়নে, কৃষ্ণপক্ষে কার্তিক-পৌষ মাসে নবান্ন করার বিধি নেই। আশ্বিন জনার্দন শয়ন কাল, তাই নবান্ন নিষেধ, কার্তিকেও বিধি নেই: কাজেই শরৎকালে নবান্ন হয় না। শ্লোকে শরৎকালে নবান্নের কথা বলা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এইরূপ করতে হবে. যথা—অগ্রহায়ণ মাসের উত্থান একাদশীর পর কোনও শুভদিনে নবান্নের দিন ধার্য হয়—এবং ইহা শরতের পর পরই বলে উহাকে শরৎ বলেই ধরা হয়েছে। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে মহোৎসব—"যিনি ইন্দ্রিয় গ্রামের পটুতা কামনা করেন তিনি ইন্দ্রের পূজা করবেন"—(ভা০ ২।৩।২)। এই উক্তি হেতু ইহা শরৎকালের ইন্দ্র পূজাময় মহোৎসব। পূর্বে কার্তিক মাসের মধ্যে ব্রজে ইন্দ্রপূজা হতো। এই পূজা বন্ধ করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পূজার প্রবর্তন করেন। সেই লোকপরম্পরা প্রাপ্ত ইন্দ্রপূজা শ্রীব্রজরাজ মান্য করতেন। পৃথিবীর স্বরূপ নির্ণয়ে বলা হল **হরেঃ ভুঃ**—হরির কলাশক্তি ভূ। **আভ্যাং নিতরাং বভৌ**—রামকৃষ্ণের দ্বারা সাতিশয় শোভিত হল ॥ জী০ ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** আগ্রয়ণৈর্নবান্নপ্রাশনার্থৈর্বৈদিকৈঃ। "নবান্নং নৈব নন্দায়াং ন চ সুপ্তে জনার্দ্দনে। ন কৃষ্ণপক্ষে ধনুষি তুলায়াং নৈব কারয়ে" দিতি স্মৃতেঃ। প্রবোধিন্যন্তে বৃশ্চিকে ইতি জ্ঞেয়ম্। শারদন্তত্বাত্তু শরদ্ব্যবহারঃ। ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রদেবতাকৈঃ। ইন্দ্রমখভঙ্গাৎ পূর্ব্বস্যাঃ শরদো বর্ণনমিদম্। কৃদৃশী ভূঃ হরেঃ কলা শক্তিঃ। আভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাম্ যদ্বা,হরেশ্চন্দ্রস্য কলাভ্যাং শুক্লদ্বিতীয়া সায়মুদিতাভ্যামুৎসবৈঃ রাজকীয়পুরুষপ্রভৃতিকৃতৈর্যথা সৈব ভূরিতি ব্যাখ্যা। যথেতি পদস্য শেষত্বে প্রক্রমভঙ্গাভাবার্থমুপাদেয়া। "হরিশ্চন্দ্রার্কবাতাশ্বকভেকযমাহিষু" ইতি মেদিনী ॥ বি০ ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আগ্রয়ণৈঃ**—নবান্ন, আহারের জন্য বৈদিক মহোৎসব। নন্দা তিথিতে, হরিশয়নে, কৃষ্ণপক্ষে, কার্তিক-পৌষে নবান্নের বিধি নেই। কার্তিকেও বিধি নেই, কাজেই শরৎকালে নবান্ন হয় না—শরতের পর পরই অগ্রহায়ণে নবান্ন হয় বলে, ইহাকে শরৎ বলেই ধরা হয়েছে।

৪৯। বনিঙ্‌মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে।
বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ সপিণ্ডান্ কাল আগতে ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যা সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শরদ্বর্ণনং
নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

৪৯। **অন্বয়ঃ** সিদ্ধাঃ কালে আগতে যথা স্বপিণ্ডান্ (পার্ষদদেহান্ লভন্তে) তথা [বর্ষরুদ্ধাঃ] বণিঙ্‌ মুনিনৃপ স্নাতাঃ (জনাঃ) নির্গম্য অর্থান্ প্রপেদিরে (প্রাপ্তবন্তঃ)।

৪৯। **মূলানুবাদঃ** সিদ্ধগণ যেরূপ নিজ আয়ু অনুরূপ সময় যথাবস্থিত দেহে আটকে থেকে অন্ত সময়ে পার্ষদাদি দেহ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ যে সব বনিক, মুনি, নৃপ এবং স্নাতক বর্ষাকালে ঘরে আটকে ছিলেন, তাঁরা বানিজ্যাদি নিজ নিজ বিষয় কর্মে নিযুক্ত হলেন।

ঐন্দ্রিয়ৈঃ—ইন্দ্রিয়গ্রামের পটুতার জন্য ইন্দ্রের পূজা। ইন্দ্রযাগ ভঙ্গের পূর্ব বৎসরের শরৎ-বর্ণন ইহা। হরির কলা শক্তি **ভূঃ**—পৃথিবী। **আভ্যাং**—রামকৃষ্ণের দ্বারা শোভিত। অথবা, **হরেঃ**—চন্দ্রের **কলাভ্যাং**—শুক্লপ্রতিপদ ও দ্বিতীয়াতে সায়ংকালে উদিত চন্দ্রের কলার উৎসব, যা রাজকীয় পুরুষ প্রভৃতিরা করেন, তার দ্বারা যেমন পৃথিবী শোভিত হয় সেইরূপ শোভিত হল নবান্নাদি উৎসবের দ্বারা। "হরিশ্চন্দ্রার্ক ইত্যাদি মেদিনী ॥ বি° ৪৮ ॥

৪৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** বর্ষ-শব্দঃ কালস্যাপি বাচীতি আয়ুরিতি ব্যাখ্যা। ততশ্চ জীবনার্থ-পরিমিতৈর্বৎসরৈ রুদ্ধা ইত্যর্থঃ। স্নাতকানামর্থাস্তীর্থাটনাদিরূপাঃ, সিদ্ধাঃ ভক্ত্যাদিসিদ্ধাঃ, স্বপিণ্ডান্ প্রাপ্তব্য-পার্ষদদেহান্ ॥ জী° ৪৯ ॥

৪৯। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ বর্ষরুদ্ধা**—'বর্ষ' শব্দ যেমন বর্ষাকে বুঝায় তেমনি 'কাল'কেও বুঝায়—এখানে আয়ু—অতএব 'বর্ষরুদ্ধ' পদের অর্থ—যে পরিমাণ আয়ু তত বৎসর যথা-অবস্থিত দেহে আটকে থাকা (সিদ্ধভক্ত)। **স্নাত**—স্নাতক অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য সমাধানান্তে গৃহস্থাশ্রমে সমাবর্তনকারী দ্বিজ স্নাতকদের **অর্থান্**—তীর্থপর্যটনাদি রূপা বিষয়। **সিদ্ধাঃ** - ভক্তিতে সিদ্ধা **স্বপিণ্ডান্**—প্রাপ্তব্য পার্ষদদেহ ॥ জী° ৪৯ ॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বণিজো যতয়ো নৃপাঃ স্নাতকাশ্চ যে বর্ষেণ বৃষ্ট্যা রুদ্ধা আসংস্তে বর্ষান্তে নিষ্ক্রম্য অর্থান্ বাণিজ্যস্বাচ্ছন্দ্য দিগ্বিজয়বিদ্যাদীন্ প্রপেদিরে প্রাপদ্যন্ত। যথা সিদ্ধা বর্ষৈঃ স্বায়ুর্ঘটকৈর্বৎসরৈ রুদ্ধাঃ কালেঽন্তসময়ে আয়াতে স্বপিণ্ডান্ পার্ষদাদিদেহান্ ইয়মুপাদেয়া ॥ বি° ৪৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে বিংশঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বনিক, মুনি, নৃপ এবং স্নাতক যারা যারা বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ঘরে আটকে ছিলেন, তারা বর্ষান্তে ঘর থেকে বের হয়ে **অর্থান্**—বানিজ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, দিগ্বিজয় বিদ্যাদি নিজ নিজ বিষয় **প্রপেদিরে**—গ্রহণ করলেন। যথা সিদ্ধগণ নিজ আয়ু ঘটক বৎসরের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে থেকে অন্ত সময় এলে **স্বপিণ্ডান্**—পার্ষদাদি দেহ প্রাপ্ত হন ॥ বি০ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণি কৃত দশমে-বিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত